পলাশী-লীলা।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(চিত্রিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

প্রকাশক—
শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু,
বোস লাইব্রেরী।
৫৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৫

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

—*—

শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ফলে পারস্য, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যে সিরাজদ্দৌলা-জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারই ছায়া অবলম্বনে পলাশীলীলা লিখিত হইয়াছে। লেখিকা মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান সংস্করণে ইংরেজের জয়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, সিরাজদ্দৌলা (নাটক), Musnad of Murshidabad, প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে স্থান বিশেষে সাহায্য গ্রহণ করা হইল। তজ্জন্য সুরকার-রায়-ঘোষ ও মজুমদার মহাশয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বাণিজ্য-পরিচালনায় ভারতে আগমন করিয়া যে সকল ইংরাজ-পুরুষ রাজ্যস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অবলম্বিত কার্য্যাবলী সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নয়,—সেকালের ইংলণ্ডীয় জনসমাজও তাহা অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং পলাশীবিজেতা ব্যারণ ক্লাইব লোকগঞ্জনা সহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন; মনস্বী বার্কের অনুষ্ঠিত বিচারদণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া, ধনকুবের ওয়ারেণ হেষ্টিংস সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; আর মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তো কর্ম্মচারীবর্গের অনেক কার্য্যই সমর্থন করেন নাই! ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া ইংরাজ-চরিত্রের যে অংশ সমালোচনা করা হইল, তাহা সেকালের ইংরাজ বণিকদের প্রতিই প্রযুজ্য,—সমগ্র ইংরাজজাতির নহে।

২০শে চৈত্র ১৩১৫। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

মিরজা মহম্মদ
সাখানুম বেগম
হাজি আহম্মদ
আলিবর্দ্দী
বব্বু বেগম + মীরজাফর + মনিবেগম
ফতিমা বেগম
মীরণ
মীরকাশিম
নজমদ্দৌলা
সৈফদ্দৌলা
মোবারকদ্দৌলা ... ... + ... ফৈজুন্নিসা বেগম
বাবর আলি
আলিজা
ওয়ালাজা
হুমায়ুনজা
ফেরুদ্দিনজা
হোসেন আলি
সাহেবজাদি বেগম ... + ... তাসদ্দক হোসেন
রাবিয়া বেগম
আতাউল্লা
ফজলল খাঁ
নওয়াজেস
একরামদ্দৌলা (পোষ্য)*
মোরাদদ্দৌলা
সাইয়েদ আহম্মদ
শওকতজঙ্গ
জয়েনউদ্দিন + আমিনাবেগম
আয়মনাবেগম
ঘসেটিবেগম
সিরাজদ্দৌলা
লুৎফউন্নিসা
* মিরজামেহেদ
সখিনাবেগম
খয়েরুন্নিসাবেগম
মীরজাইবেগম
জাফর কুলী
ফতিমাবেগম
দিলজানবেগম
বংশাবলী।
১৭৩৮—১৯০৮।
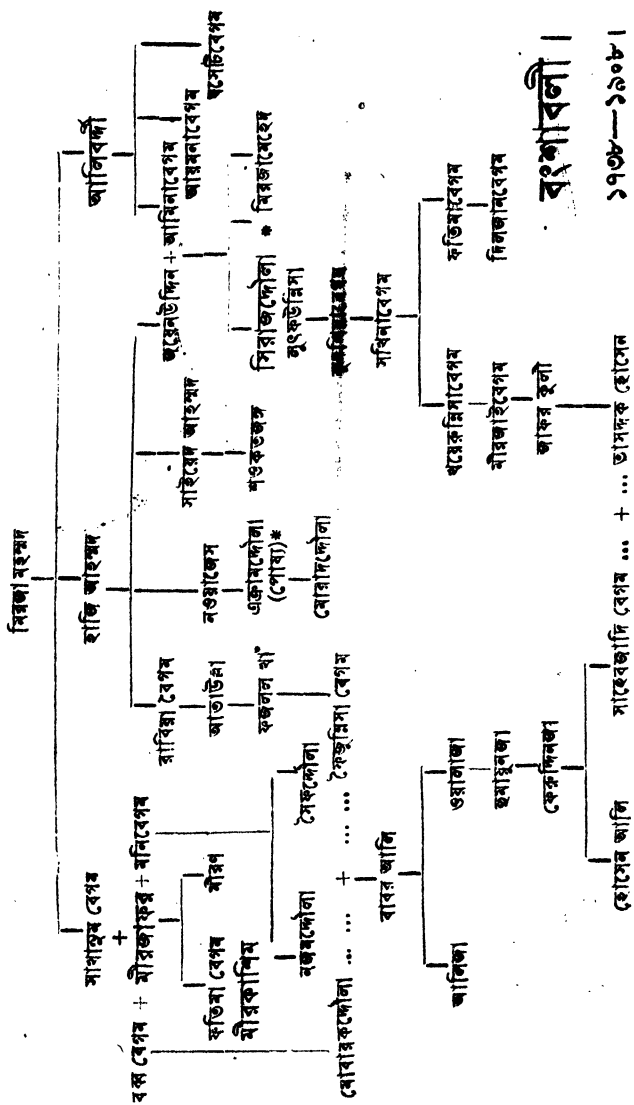
পলাশী লীলা।

অঙ্কুর।

তখন মোগল-গৌরব-রবি অস্তমিতপ্রায়। বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদার এবং করদ সামন্তরাজ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। সুবিধা দেখিয়া সুচতুর মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী বিগতশক্তি দিল্লীশ্বরকে স্বল্পায়াসে বশীভূত করিয়া, বাহুবলে রাজকরের চতুর্থাংশ ("চৌথ") আদায় করিবার জন্য, মধ্যভারত পদদলিত করিয়া উত্তর ও পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। বাদসাহ প্রদত্ত ফরমাণ বলে ভারতের জলে স্থলে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়া, ইংরাজ বণিক বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ প্রদেশে একটু একটু করিয়া ভূমিসম্পত্তি বিস্তার, সুরক্ষিত বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ, সৈন্যসমাবেশ, প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগী রহিয়াছেন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ প্রজারঞ্জক নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার।

কালমহিমায় তিনিও দিল্লীতে রাজকর পাঠাইবার কথা বিস্মৃত হইতে অবহেলা করেন নাই। তখন বঙ্গের জমীদার কার্য্যতঃ নিজ জমীদারী মধ্যে স্বাধীন; ফৌজদারের নিকট বা মুর্শিদাবাদের রাজকোষে বার্ষিক খাজনা জমা দিতে পারিলেই তাঁহার স্বাধীনতা অটুট। নবাব দরবারে জেতা-বিজিতের সমান আদর, রাজকার্য্য পরিচালনায় সমান প্রতিপত্তি, উচ্চপদ অধিষ্ঠানে সমান অধিকার। বঙ্গের শিল্প-সম্ভার তখনও দেশ-বিদেশে সমাদৃত ছিল এবং তদুপলক্ষে শিল্পিগণের বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হইত। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ একরূপ আদৌ ছিল না। বৎসরান্তে জমীদারের নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া কৃষক একরকম সুখ-স্বচ্ছন্দেই তখন দিনপাত করিতেছিল।

আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তান ছিল না। রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি স্বীয় সহোদর হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত নিজ কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। কালক্রমে কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগম মিরজা মহম্মদ নামে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নবপ্রসূত দৌহিত্রের রাজ-লক্ষণাদি দর্শন করিয়া আলিবর্দ্দী তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই মিরজা মহম্মদই আমাদের ইতিহাসখ্যাত নবাব সিরাজ-দ্দৌলা। উত্তরকালে আলিবর্দ্দী বাঙ্গলার সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়া জামাতা জয়েন উদ্দিনকে পাটনার, সাইয়েদ আহম্মদকে পূর্ণিয়ার এবং নওয়াজেস মহম্মদকে ঢাকার শাসনভার প্রদান করিয়া, নিজে মুর্শিদাবাদে সগৌরবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন।

মাতামহের স্নেহাতিশয্যে, মাতামহীর মধুময় ক্রোড়ে, সিরাজ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বালক

বুঝিতে পারিল সমগ্র রাজভবন তাহাঁকে আদর করিবার এবং তাহার আবদার পূর্ণ করিবার জন্য। লেখাপড়ায় তাড়না নাই, আবার কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার জন্য শাসনও নাই। সময় বিশেষে মাতামহ কোন কারণ বশতঃ তিরস্কার করিলে, মাতামহী আসিয়া সাদরে মুখচুম্বন করিয়া বলিতেন,—"আহা! ওযে আমার দুধের ছেলে, ওর কি এখনই শাসন করিবার সময় হইয়াছে?" সে শাসনের সময় কিন্তু আর আসিল না, বালকের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দমনেরও সুযোগ ঘটিল না।

একাধারে শৌর্য্য, বীর্য্য ও দয়াদাক্ষিণ্যে বিভূষিত আলিবর্দ্দী খাঁ হিন্দু-মুসলমানে সমভাব দেখাইয়া, মহারাষ্ট্রীয়ের শত অত্যাচার সত্বেও, প্রজারঞ্জনে যেরূপ সুখ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন,—একাধারে জ্ঞান, ঔদার্য্য, পরহিতব্রত, প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা নবাবমহিষীও তদ্রূপ রমণীজাতি মধ্যে অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁহারই উপদেশমত অনেক রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত; এবং সর্ব্বপ্রকার গুরুতর রাজকার্য্য পরিচালনায় নবাব স্বয়ং তাঁহার পরামর্শপ্রার্থী হইতেন। রাজনীতিবশে সময় সময় যে সকল নৃশংস কার্য্যে নবাবকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে, বেগম কখনও তাহা সমর্থন করেন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন—"দুষ্কার্য্য আপাততঃ সুখপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা কখনই মঙ্গলজনক হয় না। অধর্ম্মের আশ্রয়ে বংশ পরিণামে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" তাঁহার জ্ঞান ও দুরদর্শিতা এতদুর প্রখর ও বিস্তৃত ছিল যে নবাব প্রায়ই বলিতেন—"তাঁহার সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যদ্বাণী কখনও বিফল হইতে দেখি নাই।" * বাল্যে এ হেন গুণসম্পন্না মাতামহীর তত্ত্বাবধানে

* হলওয়েল কৃত "Interesting Historical Events."

শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ থাকিলেও, অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ বালকের সুশাসন ঘটিল না।

এমনি সময়ে গোদাবরী-মহানদী অতিক্রম করিয়া সুদূর উড়িষ্যার গিরি-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত মহারাষ্ট্রীয়ের অশ্বপদধ্বনি বাঙ্গলার সিংহদ্বারে পরিশ্রুত হইল। পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে যাহাদের গতি অপ্রতিহত, তাহাদের পক্ষে বঙ্গের সমভূমি লুণ্ঠন খেলার প্রকারান্তর মাত্র। দেখিতে দেখিতে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ লুণ্ঠিত ও পদদলিত হইয়া গেল। নবাব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ভাগীরথী অতিক্রম করতঃ সম্মুখ সমরে সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রসেনা অপর দিক দিয়া মুর্শিদাবাদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিল।

বৎসর বৎসর এইরূপ চলিতে লাগিল। আলিবর্দ্দী বর্গীর হাঙ্গামায় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ঐ বর্গী আসে, ঐ বর্গী আসে শুনিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে না হইতেই, সর্ব্বস্ব-অপহৃত প্রজার আর্ত্তনাদ শুনিতে হইত। নবাব মহারাষ্ট্র আক্রমণ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পদ্মা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থল গোদাগাড়ীতে কেল্লা ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পরিবার রক্ষার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। রাজ্যশাসন পড়িয়া রহিল। আলিবর্দ্দী অসি হস্তে শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একবার দেশ রক্ষার জন্য স্বহস্তে নরহত্যা করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জনও করিতে হইল। ইংরাজেরা এই সুযোগে কাশিমবাজারে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, মহারাষ্ট্র খাত খনন করিলেন, দেশ হইতে ফৌজ আনাইলেন এবং বাণিজ্য-ব্যাপারে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন।

যে বার বর্দ্ধমানের নিকট মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত নবাবের যুদ্ধ হয়, বালক সিরাজ মাতামহের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আলিবর্দ্দী যুদ্ধকালে তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। সৈন্যকোলাহলে অবিচলিতচিত্ত, শক্রর গতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং শক্রশিবির আক্রমণে সুকৌশল দৌহিত্রের বীর্য্যপণায় মাতামহ সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। বড়বাটি দুর্গ জয় উপলক্ষে "মুতক্ষরীণ" প্রণেতা সাইয়েদ গোলাম হোসেনও সিরাজের রণনিপুণতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব স্বীয় ভগিনীপতি মীরজাফরকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সদর্পে অগ্রসর হইয়া তথায় আমোদপ্রমোদে মত্ত হইলেন। আলিবর্দ্দী এ সংবাদ পাইয়া আতাউল্লা নামক অপর এক কুটুম্ব সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। মীরজাফর ও আতাউল্লা উভয়ে মিলিয়া নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ আঁটিলেন। কুটুম্বগণের এবম্বিধ দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ নবাব স্বয়ং বিদ্রোহদলনে যাত্রা করিলে, আত্মরক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া উভয়ে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনাপতিদ্বয় পদচ্যুত হইলেন। তাঁহারা রাজদরবারে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া হিসাব নিকাশ না দিয়া যে যার ভবনে প্রস্থান করিলেন। এ সূত্রে সিরাজ সেনাপতির প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলার পিতা জয়েন উদ্দিন পাটনার শাসনকর্ত্তা। তাঁহার শাসিত দ্বারবঙ্গ প্রদেশে সমশের খাঁ ও সরদার খাঁ নামে দুইজন বিদ্রোহী আফগান বাস করিত। মিত্রতা স্থাপনে বশীভূত করিবার

উদ্দেশে জয়েন উদ্দিন তাহাদিগকে সমাদরে পাটনায় আহ্বান করিলেন। আফগানদ্বয় নজর দিবার ছল করিয়া সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া, শাণিত তরবারি আঘাতে জয়েন উদ্দিনের মস্তক দেহচ্যুত করিল। তাঁহার পিতা হাজি আহম্মদ আফগান হস্তে বন্দী হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন; পত্নী আমিনা বেগম বন্দিনী হইলেন। সমস্ত বিহার প্রদেশ আফগানদ্বয় করগত করিয়া ফেলিল।

বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। রুরোদ্যমান নবাব কন্যার উদ্ধারার্থ সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিলেন। সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। মীরজাফর কোরাণ স্পর্শে শপথ করিয়া পুনরায় সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। সিরাজ ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক হইলেও বীর বালক। পিতা শত্রুহস্তে নিহত, পিতামহ নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে গতপ্রাণ, মাতা আফগান কারাগারে বন্দিনী,—এ সংবাদে বালকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মাতার বন্ধনমোচনার্থ অসি হস্তে মাতামহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নবাবসৈন্য দ্রুতবেগে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিল।

আফগানেরা ইতিমধ্যে সমগ্র বিহার অঞ্চল লুট করিয়া তৎসংগ্রহিত অর্থসাহায্যে সৈন্য বিস্তার এবং মহারাষ্ট্রদিগকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বাঢ়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবাব যুদ্ধার্থ শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সম্মুখে আফগান, পার্শ্বে মহারাষ্ট্র সেনা। আলিবর্দ্দী প্রথম যুদ্ধে সরদার খাঁকে নিহত করিয়া ক্ষিপ্রবেগে আফগানদলনে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। সিরাজ বুঝিলেন মাতামহ ভুল করিতেছেন। নবাবসৈন্য

যেরূপ প্রবলবেগে সম্মুখবর্ত্তী হইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা পৃষ্ঠদেশ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। তিনি মারহাট্টা আক্রমণে নবাবের অনুমতি চাহিলেন। মাতামহ সমর উল্লাসে উন্মত্তপ্রায়, সিরাজের ন্যায্য কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে সহসা সমসের খাঁ হত হওয়ায় আফগান দল ছত্রভঙ্গ হইল এবং মহারাষ্ট্র সেনা সরিয়া পড়িল। নচেৎ সিরাজ-দ্দৌলার পরামর্শ অবহেলা করিবার জন্য আলিবর্দ্দীকে আক্ষেপ করিতে হইত কিনা কে বলিতে পারে?

আমিনা বেগম কারামুক্তা হইলেন। বিহার প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। দরবার গৃহে মহাসমারোহে সিরাজদ্দৌলাকে পাটনার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সিরাজ বালক মাত্র। আলি-বর্দ্দী তাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে ইচ্ছুক নহেন। আপাততঃ রাজা জানকীরামকে পাটনার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া আলিবর্দ্দী কন্যা ও দৌহিত্রসহ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

তার পর একটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আবার উৎকল দেশ মহারাষ্ট্রের যুদ্ধনিনাদে কম্পিত হইল। নবাব সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, মেদিনীপুরেই বাস ভবন নির্ম্মাণ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

বাল্যে অন্যপ্রকার সুশিক্ষালাভে অন্তরায় ঘটিলেও রণশিক্ষালাভে সিরাজদ্দৌলার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। তৎকালীন রাজপুত্রদের যেরূপ আলস্যে ও বিলাসিতায় বাল্যকাল কাটিয়া যাইত, সিরাজের বাল্যজীবন শুধু সে ভাবে অতিবাহিত হয় নাই। আশৈশব যিনি

মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে কখন বীরভূম-বিষ্ণুপুরের শালবনে, কখন বা মেদিনীপুর-বর্দ্ধমানের সমতল ভূমিতে, আবার কখনও বা বিহারের অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমিতে, অগণ্য সুশিক্ষিত ভারতবিজয়ী মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীর গতিরোধ, সম্মুখ আক্রমণ, বা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহাকে কখনই "রণভীরু" আখ্যা প্রদান করা যায় না। কিরূপে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া সুকৌশলে সৈন্য পরিচালনা করিতে হয় বালককে তাহা শিক্ষা করান আলিবর্দ্দীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

আত্মপ্রতিষ্ঠা।

মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় প্রদান করিয়া প্রধান সেনাপতি-পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কুটুম্ব আতাউল্লার দুই দুই বার বিদ্রোহিতার প্রমাণ পাইয়াও নবাব তাহাকে বিশেষ কোন শাস্তি প্রদান করেন নাই। উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত, বিলাসী, ভ্রষ্টচরিত্র সাইয়েদ আহম্মদ পূর্ণিয়া প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। ঢাকার নওয়াজেস অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দেশ বিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। শুধু সিরাজদ্দৌলা নামসর্ব্বস্ব বিহারের নবাব হইয়া, নির্দ্দিষ্ট মুষ্টিমেয় বৃত্তি ভোগ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছেন! যৌবনোন্মেষে এ ধারণা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। তিনি মাতামহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, প্রিয়পত্নী লুৎফউন্নিসা বেগমকে সঙ্গে লইয়া, গো-শকট আরোহণে কতিপয় পার্শ্বচরসহ দেশ ভ্রমণচ্ছলে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিলেন।

সিরাজ যথাসময়ে পাটনায় পৌঁছিয়া রাজপ্রতিনিধি জানকী রামকে বলিয়া পাঠাইলেন—"পাটনার নবাব সিরাজদ্দৌলা বিহারের শাসনদণ্ড নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য পাটনায় সমুপস্থিত। রাজপ্রতিনিধি অবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যভার প্রদান করুন।" জানকীরাম আলিবর্দ্দীর

অনুমতি ব্যতীত সহসা শাসনভার ছাড়িয়া দিতে সাহস পাইলেন না। সিরাজ বয়সে বালক মাত্র। বালকের কথায় অত বড় দায়ীত্বপূর্ণ রাজ্যভার হস্তান্তর যুক্তিসঙ্গত নয়। পঞ্চদশবর্ষীয় তরুণ নৃপতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া দেশের যদি কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধন করেন, তবে তজ্জন্য পরিণামে তাঁহাকেই দায়ী হইতে হইবে। তিনি মেদিনীপুরে সংবাদ প্রেরণ করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই ঘটনায় মাতামহের প্রতি সিরাজদ্দৌলার বিদ্বেষবহ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইল। নবাবের আজ্ঞা না পাইলে ভৃত্য জানকীরামের কি সাহস যে তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসন হইতে বঞ্চিত রাখিবে? জানকীরাম কে যে তাঁহার সম্মুখে দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিবে? তিনি বাহুবলে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া দুর্গদ্বারে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাপতি শত্রুর গোলা আঘাতে নিহত হইল। অশিক্ষিত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। শিক্ষিত সৈন্যদিগকে দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিবার আদেশ করিয়া, সিরাজ সপত্নীক এক পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইলেন। দুরবস্থার কথা শুনিয়া জানকীরাম তাঁহার উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু দুর্গদ্বার খুলিলেন না।

রোষে ক্ষোভে দৌহিত্র মাতামহকে ভর্ৎসনা করিয়া চিঠি লিখিলেন—"আমার প্রতি আপনার দয়ামমতা থাকা সত্ত্বেও আমার শত্রুদল আপনার দ্বারা স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। আমি যখন বর্দ্ধমানে গিয়াছিলাম আপনার পদগৌরবে গর্ব্বিত হোসেন কুলী আমার অভ্যর্থনার জন্য একপদও অগ্রসর হইল না। আপনি নওয়াজেসকে

ঢাকার নবাবী এবং সাইয়েদ আহম্মদকে পূর্ণিয়ার শাসনভার প্রদান করিয়াছেন, আর আমার উপর আপনার স্নেহ ভালবাসা শুধু কথার কথা। আমার যাহাতে প্রকৃত সম্মান বৃদ্ধি হয় সেদিকে আপনার দৃষ্টি নাই। আপনি এখানে আসিবেন না; যদি আসেন তবে হয় আপনার সিংহগৌরব আমার নিকট অবনত হইবে, নয় আমার মস্তক আপনার হস্তিপদে লুণ্ঠিত হইবে।"

আলিবর্দ্দী সিরাজকে যেরূপ ভালবাসিতেন এবং তাহার উন্নতির জন্য যেরূপ কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেন, তাহাতে এরূপ পত্র প্রেরণ অতীব অন্যায় হইয়াছিল। তিনি কিন্তু এ পত্র পাইয়া কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার স্নেহ পুত্তলী যুদ্ধ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে বীরের নিকট ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু যুদ্ধকোলাহলে পাছে তাহার কোন অমঙ্গল হয় এ আশঙ্কায় তিনি চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি সিরাজকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া পত্র লিখিলেন। উপসংহারে স্বহস্তে একটী ফারসী কবিতায় লিখিয়া দিলেন—

"ধর্ম্মতরে যেবা করে প্রাণ বিসর্জ্জন,
বুঝেনা সে সংসারীর বীরত্ব কেমন।
পরকালে(ও) নাহি হয় তুলনা এদের,
এ মরে শত্রুর হাতে, সে যে বান্ধবের!"

পত্র প্রেরণ করিয়াও আলিবর্দ্দী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া নবাব নিজেও পাটনা অভিমুখে ছুটিলেন।

যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া সিরাজ একাকী দীনবেশে শিবিরে প্রবেশ

করিয়া মাতামহের পদচুম্বন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সিরাজকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া পাইয়া নবাব সস্নেহে কোলে লইয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকল মনোমালিন্য দূর হইল। পাটনার দুর্গমধ্যে রাজদরবার বসিল। সর্ব্বসমক্ষে আলিবর্দ্দী সিরাজদ্দৌলাকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আশা পূর্ণ হইল।

যৌবনোন্মেষে সিরাজদ্দৌলা বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। রূপ আছে, যৌবন আছে, অর্থসম্পত্তি আছে, রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিকারী বলিয়া দেশে প্রতিপত্তি আছে, সুতরাং তাহার যে কুসঙ্গী চাটুকার জুটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ধীরে ধীরে সুরাতরঙ্গ হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া তুলিল। আলিবর্দ্দীর চরিত্র ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত, তিনি কখনও বিলাসব্যসনে মন দেন নাই। কুৎসিত নৃত্যগীত রাজভবনে কখনও স্থান পায় নাই। সে রাজভবনের অবরুদ্ধ নৃত্যগীতে সিরাজ-সঙ্গিগণের আর মন তৃপ্ত হইল না। সিরাজদ্দৌলা একদিন নবাবকে ধরিয়া পড়িলেন। বুঝাইলেন—"একখানি জীর্ণ কম্বলে দশজন ফকির একসঙ্গে বসিয়া বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু একটি মাত্র পুরাতন ভবনে প্রাচীন ও নবীন ভূপতি এক সঙ্গে বাস করিলে তাহাদের মান-সম্ভ্রম শীঘ্রই উপহাসের বিষয় হইয়া পড়ে।" *

অচিরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি বিস্তীর্ণ মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইল। প্রাসাদ সাধারণতঃ ইষ্টক নির্ম্মিত। মুসলমান রাজত্বের গৌরবান্বিত নিদর্শন গৌড়নগরী হইতে নানাবিধ নয়নাভিরাম প্রস্তরাদি

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা" হইতে গৃহীত।

আনিয়া প্রাসাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করা হইয়াছিল। "তরঙ্গায়িত পলতুলিয়া প্রাসাদের কার্ণিসগুলি অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত। ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে প্রাসাদবিভক্ত হয়, অথবা এক একটি পৃথক চত্বরই এক একটি বিভিন্ন প্রাসাদে পরিণত হয়। তাহারা এমৃতাজ মহাল, রঙ্গমহাল, প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। প্রাসাদের প্রান্তদেশে এক কৃত্রিম ঝিল খনন করিয়া তাহার নাম হীরাঝিল প্রদান করা হইয়াছিল।" এই হীরাঝিলের নাম অনুসারে প্রাসাদটিও হীরাঝিল নামে উক্ত হইত। "হীরাঝিলের প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে অতি মনোরম দৃশ্য ছিল। হীরক-স্বচ্ছ সলিলরাশি তাহার পদ প্রান্ত চুম্বন করিয়া বেড়াইত, এবং নিজ বক্ষে তাহার প্রতিচ্ছবি লইয়া ঈষৎ সমীর তাড়নেও কাঁপিয়া উঠিত। যখন জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যসারভূত প্রাসাদরত্ন হাসিতে হাসিতে ঝিলসলিলের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিত, সেই সময়ে কিছুদূরে ভাগীরথীবক্ষ হইতে তাহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।" *

সিরাজ একদিন মাতামহকে প্রাসাদ দর্শনার্থ আহ্বান করিলেন। পাত্রমিত্র ও অনুচরবর্গসহ বৃদ্ধ নবাব পুরীদর্শনে উপস্থিত। হীরাঝিলে আনন্দলহরী প্রবাহিত হইল। প্রাসাদের প্রতিগৃহ ও লতাকুঞ্জ সমাগত জনমণ্ডলীর কৌতুক কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। নবাব প্রীতি প্রফুল্লিতনেত্রে গৃহের পর গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাসাদের কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সহসা কৌশলক্রমে সিরাজ মাতামহকে একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধ দ্বার মোচনার্থে

* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় কৃত "মুরশিদাবাদ কাহিনী" হইতে গৃহীত।

বার বার অনুরোধ করাতে সিরাজ হাসিতে হাসিতে বায়না ধরিলেন—"এ পুরী রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না।" নবাব দৌহিত্রের আবদার রক্ষা করিলেন। সমাগত রাজা মহারাজগণ ৫,০১,৫৯৭ টাকা নগদ প্রদান করিয়া নবাবকে উদ্ধার করিলেন। ইহা কালক্রমে "নজরাণা মনসুরগঞ্জ" নামে বার্ষিক বাজে জমায় পরিণত হয়। মনসুর শব্দের অর্থ বিজয়ী। সিরাজ মাতামহকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া হীরাঝিলের প্রাসাদ মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ নামে খ্যাত হইত।

আমরা সিরাজের অসৎ চরিত্রের সমর্থন করিতেছি না। শুধু এই টুকু বলিতে চাই যে, সিরাজ যে সকল আমোদে রত হইতেন সেকালের বাদসাহ, নবাব, বা রাজপুত্রদের মধ্যে অধিকাংশই সে পাপে লিপ্ত ছিলেন। সমসাময়িক নিরপেক্ষ ইতিহাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে যে তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত কলঙ্কাদি সর্ব্বৈব মিথ্যা। গর্ভস্থ সন্তান কিরূপে থাকে দেখিবার জন্য গর্ভবিদারণ, মুমুর্ষের আর্ত্তনাদ দেখিবার জন্য হস্তপদবদ্ধের নৌকা নিমজ্জন, বলপ্রয়োগে সতীলক্ষ্মীর সতীত্ব অপহরণ, অকারণ স্বেচ্ছায় নরহত্যা, প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে কখনও সিরাজচরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই। এ সব স্বার্থপর ঐতিহাসিকের রচা কথা। যাহারা ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজদিগকে দেশ রক্ষার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারা নিজ নিজ কার্য্যাবলী সমর্থনের জন্য ইহা দেশে রটাইয়া গিয়াছেন। এবং যাহারা নিমন্ত্রণ পাইয়া সে রাজদ্রোহিতায় যোগদান করিয়া ক্রমশঃ সমগ্রদেশ করকবলিত করিলেন, তাহারাও তাহাদের দোষ ক্ষালনার্থ বিলাতের কোম্পানির দরবারে সিরাজচরিত্র অত ঘৃণিত বলিয়া জানাইয়াছেন।

তৎকালে বঙ্গের জমীদারদের মধ্যে রাজসাহীর প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী সমধিক খ্যাতিসম্পন্না ছিলেন। তিনি নিয়ত গঙ্গাস্নানের জন্য মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী বড়নগর রাজবাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার তারা নামে একটি বালবিধবা কন্যা ছিল। তারা অসামান্যা রূপবতী। একদিন নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ কালে ভবানীর প্রাসাদশিখরে আলুলায়িত-কুন্তলা তারার রূপরাশি দেখিয়া সিরাজ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ এ রত্ন অধিকারের জন্য বার বার তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। মোহান্ধ যুবক বুঝিলেন না যে হিন্দুবিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় না। তিনি তারার পাণিগ্রহণ প্রস্তাব করিলেন, ইহাও জানাইলেন যত অর্থ আবশ্যক ব্যয় করিয়াও এ রত্ন গ্রহণে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন।

তিনি শুনিয়াছেন অনেক হিন্দুকন্যার সহিত মোগলের বিবাহ হইয়াছে। সম্রাট হুমায়ুন রাজপুত কন্যা বিবাহ করেন, মোগলগৌরব আকবর সে শুভ পরিণয়ের ফল। বাদসাহ আকবর অম্বরকন্যা যোধবাইর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহারই গর্ভজাত সন্তান। সুতরাং এ বিবাহ প্রস্তাবে আমরা যতই কেন না শিহরিয়া উঠি,—ধর্ম্মপরায়ণা ভবানীর নিকট সে কথা যতই ঘৃণিত হউক না কেন,—সিরাজ এ প্রস্তাব উত্থাপন ততটা দোষের মনে করেন নাই।

ভবানী বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী। তিনি সহজেই এ পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন মহাসমারোহে গঙ্গাতীরে চিতাসজ্জা করিয়া অগ্নি সংযোগ করা হইল। অবিরল ধূমপুঞ্জে গগনমার্গ আচ্ছাদিত হইল। সৎকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। দেশে প্রচার

করা হইল আকস্মিক ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সমস্ত গোল-যোগ মিটিয়া গেল। যৌবন-সুলভ চপলতার জন্য ভবানী কখনও সিরাজকে তিরস্কার করেন নাই। উত্তর কালে ষড়যন্ত্রকারীগণ সিরাজ-দ্দৌলার রাজ্যচ্যুতি-সহায়তার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলে, ভবানী ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন। এ উপলক্ষে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই।

১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাট্টার সহিত বাঙ্গলার নবাবের সন্ধিস্থাপন হইল। উভয়েই বৎসর বৎসর যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং সন্ধি-স্থাপনে উভয়েই ব্যগ্র ছিলেন। স্থির হইল মহারাষ্ট্রীয়েরা সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গলা আক্রমণ না করিলে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ পাইবেন। রাজস্ব হইতে বার্ষিক অত টাকা উদ্বৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া নবাব "চৌথ মারহাট্টা" নামে এক নূতন কর স্থাপন করিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামা মিটিয়া গেল। দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। আলিবর্দ্দী বহু বৎসরের রণক্লান্তি দূর করিয়া রাজ্য শাসনে মনোযোগী হইলেন। সিরাজ-চরিত্র পূর্ব্বেই তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। এবার তজ্জন্য তাহাকে শাসন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু বিলাসস্রোত তখন অনেকদূর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, প্রবাহের বেগও প্রবল। শুধু ভৎর্সনায় তাহার গতিরোধ হইতে পারে না। নবাব বুঝিলেন বাল্যে নিয়মিত শাসন হইলে, এ সব কথা তাঁহাকে শুনিতে হইত না। চরিত্রে অনেক সদ্গুণ ছিল, একটু শাসন করিয়া সুপথে চালাইলে, পাপের ছায়া মাত্র স্পর্শ হইত না।

নবাব আলিবর্দ্দী।

লাশি-লীলা।　　কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

যৌবরাজ্য।

হীরাঝিল প্রমোদভবনের সন্নিকটে সিরাজদ্দৌলা "মনসুরগঞ্জ" নামে একটি গঞ্জ স্থাপন করিয়াছিলেন। সে গঞ্জের আয় তাঁহার নিজের প্রাপ্য, সুতরাং তাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি যত্নপরায়ণ হইলেন। দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যতীত গঞ্জের উন্নতি হয় না। তৎকালে বঙ্গে ফরাসি, ইংরাজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, প্রভৃতি বিদেশী বণিকগণ বাণিজ্য করিতেন। ইংরাজ বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকারী। সুতরাং প্রতিযোগিতায় কি বিদেশী বণিক, কি স্বদেশী ব্যবসায়ী, কেহই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিল না। মনসুরগঞ্জেরও আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইল না। বিদেশীর হস্তে দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতিপথ অবরুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া সিরাজ ইংরাজদিগকে বিদ্বেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। বাদসাহের ফরমাণ অমান্য করিবার উপায় নাই। সুতরাং সে বিদ্বেষভাব তাঁহাকে হৃদয়েই পোষণ করিতে হইল।

সিরাজ অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে জানিতে পারিলেন, অধিকাংশ বাণিজ্য-তরণী "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" নিজস্ব নয়। বাদসাহ কেবল "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে" বিনাকরে বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিলেন; কিন্তু কোম্পানির কর্ম্মচারী অথবা তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ প্রত্যেকেই কোম্পানির নিশান উড়াইয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র নিরুদ্বেগে বাণিজ্য

চালাইতেছে। সিরাজ বুঝিলেন যে ইহাতে শুধু রাজ্যের আয়কর কমিতেছে তাহা নহে, দেশের শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণের অবনতি হইতেছে। দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। আর সেই অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া কোম্পানির কুঠিয়ালগণ দেশীয় শিল্পী ও নিরীহ গৃহস্থের উপর অত্যাচারের ক্রটি করিতেছে না।

অল্পদর্শী বালক সিরাজের ধারণা ইংরাজ জাতি বণিক মাত্র। দেশে দেশে বাণিজ্য করিয়া তাহারা জীবিকা সংগ্রহ করে। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়াই তাহাদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি নবাবকে বার বার তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। নবাব বাজে কথায় ভুলাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত রাখিতেন। আলিবর্দ্দী জানিতেন ইংরাজদিগকে সিরাজ যত নগণ্য বলিয়া মনে করে ইংরাজেরা তত দুর্ব্বল নয়। বিশেষতঃ তিনি তখন বর্গীর হাঙ্গামায় বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। সিরাজের বার বার প্ররোচনায় উত্যক্ত হইয়া তিনি অবশেষে এক দিন বলিয়া ফেলিলেন—"মহারাষ্ট্রসেনা স্থলপথে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে আমি তাহাই নির্ব্বাণ করিতে পারিতেছি না, ইহার পর ইংরাজেরা যদি সমুদ্রপথে অগ্নি বর্ষণ করিতে থাকে, তবে সে বাড়বানল আমি কেমন করিয়া নির্ব্বাণ করিব?" মহারাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত না থাকিলে তিনি সিরাজের মঙ্গল কামনায় তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধও শেষ হইল, বহু বৎসরের রণক্লেশে পরিশ্রান্ত নবাবও শয্যা গ্রহণ করিলেন।

যুবরাজ সিরাজদ্দৌলা রাজ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। মহাসমারোহে [illegible]তে রাজ-পদার্পণ হইল। ফরাসী ও দিনেমারগণ সমাদরে তাঁহার

অভ্যর্থনা করিলেন। কলিকাতার ইংরাজ দরবারে তলপ গেল। তাহাদের সভাপতি সসম্ভ্রমে যুবরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া জানু পাতিয়া উপঢৌকন প্রদান করিলেন। এতদুপলক্ষে ইংরাজদিগের ১৫,৫৬০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। উপঢৌকন পাইয়া সিরাজ কিয়দ্দিন নীরব রহিলেন।

প্রজার সকরুণ আহ্বান আবার তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। নিরীহ গৃহস্থ ও শিল্পীর প্রতি অত্যাচারে প্রজাপালকের হৃদয়তন্ত্রী আবার বাজিয়া উঠিল। তিনি চৌকিতে চৌকিতে পাহারা রাখিয়া ইংরাজের বাণিজ্য-তরণী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অধিকাংশ নৌকারই ব্যক্তিগত অধিকারী; সুতরাং যেখানি সত্য সত্যই কোম্পানির নিজস্ব তাহার উপরও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। এরূপ সূক্ষ্ম পরীক্ষায় পণ্যদ্রব্য যাতায়তের যথেষ্ট বিলম্ব হইতে চলিল। সিরাজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ইংরাজ বণিকের ছল চাতুরী প্রকাশ হইবা-মাত্র, তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ইংলণ্ডে কোম্পানির দরবারে সিরাজের বিরুদ্ধে এ সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বরীতি অনুসারে উপঢৌকন প্রদানের পরামর্শ দিলেন। সিরাজদ্দৌলা এখন দেশীয় বাণিজ্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর। উপ-ঢৌকনে তাঁহার নিজের অর্থলিপ্সা নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু প্রজার কোন উপকার হয় না। অর্থগ্রহণে তিনি এখন সম্পূর্ণ নারাজ। রুগ্নশয্যা হইতে বৃদ্ধ নবাব অমনি বলিয়া উঠিলেন—"দুর্দ্দান্ত সিরাজ ইংরাজদিগের সঙ্গে শীঘ্রই কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, এবং তাহা হইতেই সময়ে সিরাজরাজ্য ইংরাজের করগত হইবে।"

এদিকে আলিবর্দ্দীর অন্যতম জামাতা নওয়াজেস নবাবের অবর্তমানে রাজ্যাধিকারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। দেওয়ান মহারাজ রাজবল্লভের পরামর্শে তিনি মুর্শিদাবাদের এক ক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, দরিদ্রের দুঃখমোচন, ক্ষুধার্ত্তের অন্নদান, পীড়িতকে ঔষধ দান, প্রভৃতি সৎকার্য্য করিয়া অল্পদিনেই সর্ব্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার সৌজন্য ও বদান্যতায় তুষ্ট হইলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁহার সদ্‌গুণ প্রচার হইল। কয়েক বৎসর পরে স্বীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের হস্তে ঢাকার শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজবল্লভও স্বয়ং মতিঝিলে নওয়াজেসের পরামর্শদাতারূপে সমবেত হইলেন। দেওয়ান রাজবল্লভ ও কোষাধ্যক্ষ হোসেন কুলিখাঁর কৌশলে নওয়াজেস মনে মনে রাজ্যপ্রাপ্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

নওয়াজেস সর্ব্বপ্রথমে যখন মতিঝিলে দানধ্যান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন, সিরাজদ্দৌলা তখন প্রমোদশালায় বিলাসমগ্ন। মাতামহের অন্তিম শয্যা গ্রহণে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইলে তিনি নওয়াজেসের এই পরমধার্ম্মিকতার যথার্থ কারণ বুঝিতে পারিলেন। সিরাজ রাজবল্লভকে চিনিলেন। সুচতুর রাজবল্লভও প্রভুর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজ-চরিত্রের শাখা প্রশাখা পল্লবিত করিয়া লোক সমক্ষে তাঁহাকে দুশ্চরিত্র, লম্পট, অত্যাচারী, ভীরু প্রমাণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

এই সময়ে একটী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। নওয়াজেসের অন্তঃপুরে হোসেন কুলীর অবারিত দ্বার। নওয়াজেস-পত্নী ঘসেটি বেগমের সহিত তাহার কথা লোকমুখে উক্ত হইতে লাগিল। কলঙ্ক কাহিনী ক্রমে সহরময় রাষ্ট্র হইল। মাতামহী দৌহিত্রকে এ সংবাদ

জ্ঞাপন করিলেন। আর ইহাও জানাইলেন যে সিরাজ যদি ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে চাহেন, তবে নবাব বা নওয়াজেস তাহাতে কোন বাধা দিবেন না। পিতৃব্যপত্নীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া সিরাজ স্থির থাকিতে পারিলেন না। যে কথা তুমি আমি শুনিলে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হই, তাহা শুনিয়া সিরাজের ন্যায় দুর্দ্দান্ত, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, শক্তিশালী ব্যক্তি যে তন্মুহূর্ত্তে পাপীর উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রকাশ্য রাজপথে দিবা দ্বিপ্রহরে হোসেন কুলীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইল। রাজবল্লভের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নওয়াজেস মহম্মদের মৃত্যু হইল। কিয়দ্দিন পরে সাইয়েদ আহম্মদও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগামী হইলেন, এবং তৎপুত্র শওকত জঙ্গ পূর্ণিয়ায় পিতৃমসনদ অধিকার করিলেন। নওয়াজেস নিঃসন্তান। তিনি সিরাজদ্দৌলার মধ্যম ভ্রাতা এক্রামদ্দৌলাকে পোষ্য রাখিয়াছিলেন, সেও মোরাদদ্দৌলা নামে একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। রাজবল্লভ সঙ্কল্প করিলেন, সেই শিশুটিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ঘসেটি বেগমের নামে রাজ্যশাসন করিবেন। পুত্র কৃষ্ণদাসকে ঢাকার বিপুল ধনসম্পদ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় ইংরাজ আশ্রয়ে পলায়ন করিতে আদেশ করিয়া, তিনি মতিঝিলে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

রাজবল্লভের পূর্ব্ব ব্যবহার ইংরাজেরা বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি ঢাকায় থাকিতে তাহাদের কুঠি বন্ধ করিয়া, কর্ম্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, যথেষ্ট উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। এ ছাড়া সময়ে অসময়ে

পার্ব্বণী, নজর, প্রভৃতি একটা উপলক্ষ করিয়া বিস্তর অর্থসংগ্রহ করিতে ক্রটি করিতেন না। তৎপুত্র কৃষ্ণদাস চতুরতায় পিতার সমকক্ষ। তিনি অনেক সময় বণিকদিগকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন যে নবাব দরবারে অভিযোগ না করিলে তাহার প্রতিকার হইত না। মুর্শিদাবাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং রাজবল্লভের সঙ্কল্প কলিকাতার ইংরাজ দরবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক রাজবল্লভের তুষ্টির জন্য কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় স্থান দিতে হইল। ইত্যবসরে বিলাতে ফরাসী যুদ্ধের উপলক্ষ করিয়া ইংরাজগণ নবাব বা যুবরাজের অনুমতি না লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে পেরিঙ দুর্গ নির্ম্মাণ ও পুরাতন দুর্গ সংস্কার করিলেন।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুকাল সন্নিকট। সিরাজের মোহনিদ্রা দূর হইল। বিলাস-ব্যসন দূরে গেল। প্রমোদাগার শূন্য হইল। যে মহীরুহের স্নেহ-সম্পাতে এতদিন পালিত ও পুষ্ট হইয়াছেন তাহার মূলদেশ ছিন্ন হইলে, রাজবল্লভ, শওকত, ইংরাজ, এই তিন প্রতিদ্বন্দীর আক্রমণে তিনি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? অনুতাপে সিরাজের অন্তর জর্জ্জরিত হইল। মাতামহের অনুরোধে কোরাণ স্পর্শ করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেই সুরাত্যাগ করিয়াছিলেন। জীবনে আর কখনও সুরাপাত্র গ্রহণ করেন নাই!

মৃত্যুকালে আলিবর্দ্দী সিরাজকে উপদেশ দিলেন—"আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অসি হস্তে জীবন যাপন করিলাম। কিন্তু কাহার জন্য এত যুদ্ধ যুঝিলাম, কাহার জন্যই বা কৌশলনীতিতে রাজ্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিলাম! তোমার জন্যই ত এত করিয়াছি।

"আমার অভাবে তোমার কিরূপ দুর্গতি হইবে তাহা ভাবিয়া কত রজনী জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছি ;—তুমি তাহার কিছুই জান না। আমার অভাবে কে কি ভাবে তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে তাহা আমার অপরিজ্ঞাত নাই।

"হোসেন কুলী খাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। শওকতজঙ্গের প্রতি তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আজ হোসেনকুলী জীবিত থাকিলে তোমার পথ নিষ্কণ্টক হইত না। সে হোসেনকুলী আর নাই।

"দেওয়ান মানিকচাঁদ তোমার প্রবল শত্রু হইয়া উঠিত। সেই জন্য আমি তাহাকে রাজপ্রসাদ দানে তুষ্ট রাখিয়াছি।

"এখন আর কি বলিব ? আমার শেষ উপদেশ শ্রবণ কর। ইউরোপীয় বণিকদের যেরূপ শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও। তাহারাই তোমার একমাত্র আশঙ্কার স্থল।

"পরমেশ্বর আমার দীর্ঘজীবন আরও কিছুদিন পৃথিবীতে জীবিত রাখিলে আমিই তোমার এ আশঙ্কা নির্ম্মূল করিয়া দিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। এ কার্য্য এখন তোমাকেই একাকী সাধন করিতে হইবে।

"ইহারা তেলেঙ্গা প্রদেশে যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইয়া যেরূপ কূট নীতির পরিচয় দিয়াছে, তাহা দেখিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। ইহারা দেশের লোকের গৃহবিবাদ উপলক্ষ করিয়া সে দেশ আপনার মধ্যে বাঁটিয়া লইয়া প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়াছে।

"কিন্তু সমগ্র ইউরোপীয় বণিকদিগকেই একসঙ্গে পদানত করিবার

চেষ্টা করিও না। ইংরাজদিগের সমধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেদিন তাহারা অঙ্গ্রিয়া দেশ জয় করিয়া আসিয়াছে; তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে দমন করিও।”

“ইংরাজদিগকে দমন করিতে পারিলে, অন্যান্য ইয়ুরোপীয় বণিকেরা আর মাথা তুলিয়া উৎপাত করিতে সাহস পাইবে না। ইংরাজদিগকে কিছুতেই দুর্গনির্ম্মাণ বা সেনা সংগ্রহ করিবার প্রশ্রয় দিও না। যদি দাও, এদেশ আর তোমার থাকিবে না।” *

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল প্রজারঞ্জক ধর্ম্মভীরু নবাব আলিবর্দ্দী এ নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার ভৌতিক দেহ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোসবাগে সমাধিস্থ হইল।

কয়েকদিন পরে নবাব মনস্থরোল-মোলক্ সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজা মহম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর বঙ্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। নিরাপদে অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

* Ive's Journal.—“সিরাজদ্দৌলা” হইতে গৃহীত।

ইংরাজ রীতি।

"তোমাদের গত ব্যবহারে আমার অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার নিকট আবেদন না করিয়া, বা আমাকে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া, তোমরা কলিকাতার নিকট নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছ। আমি তোমাদের এরূপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতে পারি না। তোমাদিগকে বণিক বলিয়া জানি, যদি ব্যবসায়ীর মত আমার রাজ্যে বাস করিতে চাও, সমাদরে আশ্রয় দিব, নচেৎ নয়। আমি এদেশের রাজা, আমি আদেশ করিতেছি, নব নির্ম্মিত দুর্গাদি এখনই ভাঙ্গিয়া ফেল।"—সিংহাসন আরোহণের কয়েকদিন পরে সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজারের গোমস্তা ওয়াট্‌স সাহেবকে ডাকিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

ওয়াট্‌স যথাসময়ে এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। হয়ত তাহারা রাজবল্লভের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। হয়ত ভাবিয়াছিলেন, যদি রাজবল্লভের কৌশলে সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হয়েন, তবে আর এ সব গোলমাল থাকিবে না;—এত পরিশ্রমের, এত অর্থব্যয়ের দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে না। ইংরাজ দরবার নির্ব্বাক রহিলেন।

সিরাজ এখন দেশের রাজা ; যুদ্ধে প্রজাক্ষয় তাঁহার বাঞ্ছণীয় নয়। তিনি বিনা গোলযোগে কলহ নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখিলেন। খোজা বাজিদ নামে কলিকাতায় একজন বিখ্যাত আরমাণী বণিক ছিলেন। তিনি লবণ বাণিজ্যের একাধিপত্যে "বণিক গৌরব" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইংরাজ সরকারে তিনি সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহাকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। খোজা বাজিদ রাজাদেশ যথাযথ পালন করিলেন। কোন সুফল ফলিল না। ইংরাজেরা তাঁহাকে যথেষ্ট অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সিরাজ এ অপমান নীরবে সহ্য করিলেন। ভীরু কাপুরুষ বলিয়া নয়—তিনি দেশের রাজা বলিয়া। রাজার অনেক দায়িত্ব ; যুদ্ধকলহে বহুবিধ কর্ত্তব্য কার্য্য উপেক্ষিত হয়।

নবাব আদেশে, ইংরাজদের মনোগত উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য, চরাধিপতি রামরাম সিংহ তাঁহার ভ্রাতাকে কলিকাতার ধনাঢ্য বণিক উমিচাঁদের গৃহে পাঠাইলেন। উমিচাঁদ ইংরাজ দরবারে রাজদূতের পরিচয় দিলেন। এবারও অপমানের একশেষ। ভৃত্যেরা তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়াছিল! সুচতুর ইংরাজ দূতদ্বয়ের অপমান করিয়া রাজবল্লভের মনস্তুষ্টি করিল। আবার, এ ব্যবহারে নবাব সহসা প্রতিবিধানে অগ্রসর হইবেন এই ভয়ে, নবাব দরবারে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইল—"তাহারা রাজদূতকে চিনিতে পারে নাই, এ বিষয়ে উমিচাঁদের কোন অভিসন্ধি আছে এইরূপ তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল। দূতকে চিনিতে পারিলে, তাহারা কি বাতুল যে রাজদূতের অপমান করিবে?"

নবাব বুঝিলেন ইংরাজেরা গৃহছিদ্রের সন্ধান পাইয়া এত দুর্দ্দান্ত

হইয়াছে। তিনি পিতৃব্য-পত্নীকে মতিঝিল ত্যাগ করিয়া সগৌরবে মাতার সহিত রাজ অন্তঃপুরে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। ঘসেটি রাজপুরীতে গেলে রাজবল্লভ আর কাহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন? তিনি বাধাপ্রদানে অগ্রসর হইলেন। নবাব তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট বাক্যে রাজদরবারে উচ্চপদ প্রদানে তুষ্ট করিলেন। ঘসেটিও ইত্যবসরে রাজগৃহে আনীতা হইলেন। বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি হইল।

সিরাজদ্দৌলা গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন, পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গ মুর্শিদাবাদ অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এ সংবাদ পাইবামাত্র তিনি পূর্ণিয়া আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ কোলাহলে ইংরাজের ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন না! যাত্রাকালে ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া গেলেন—"এই আদেশ পাইবা-মাত্র তিনি দুর্গপ্রাচীর ভূমিসাৎ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে, সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং যাইয়া ড্রেক সাহেবকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন।"

পূর্ণিয়ার পথে নবাব ড্রেক সাহেবের পত্রোত্তর পাইলেন। তাহাতে মূল পেরিঙ দুর্গের নাম গন্ধ নাই। লেখা আছে—"ইংরাজেরা কলি-কাতার চারিদিকে দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মাণ করে নাই বা পরিখাও খনন করে নাই। কেবল ফরাসীর ভয়ে নদীতীরবর্ত্তী কামান রাখিবার স্থান মেরামত করিয়াছে।" সিরাজদ্দৌলার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। দুই দুইবার রাজদূতের অবমাননা, তদুপরি মিথ্যা ও বাজে কথা। তিনি আর ইংরাজদিগকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। নবাবসৈন্য মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পুনর্যাত্রা করিল।

২৪শে মে তিন সহস্র সৈন্য লইয়া জমাদার উমরবেগ কাশিমবাজারে

ছাউনী ফেলিলেন। ইংরাজের বীরপ্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। জনকয়েক "যঃ পলায়তি" শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের খ্যাতনামা প্রথম গবর্ণর জেনেরাল হেষ্টিংসও ছিলেন। চারি দিন চলিয়া গেল, নবাবসৈন্য নিশ্চল। গোমস্তা ওয়াট্‌স আর আতঙ্ক সহ্য করিতে পারিলেন না। লোক পাঠাইয়া নবাবের অভিপ্রায় কি জানিতে চাহিলেন। উত্তর আসিল,—"দুর্গ-প্রাকার চূর্ণ করিয়া ফেল, ইহাই নবাবের একমাত্র অভিপ্রায়।"

দুর্গ চূর্ণ করিবার ক্ষমতা ওয়াট্‌সের নাই। ইংরাজদরবার তাহাতে অসম্মত। তাহারা অর্থ প্রদানে নবাবকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করি-লেন। নবাব অর্থ চাহেন না, আদেশ পালন চাহেন। অগত্যা নবাবের যে কোন সর্ত্ত স্বীকার করিবার জন্য ওয়াট্‌স সাহেবকে লিখা হইল। মুচলেকায় লিখিত হইল—"নব নির্ম্মিত পেরিঙ দুর্গ ভূমিসাৎ করা হইবে; নবাবের শাসন এড়াইবার জন্য যে প্রজা কলিকাতায় আশ্রয় লইবে, চাহিবামাত্র তাহাকে (মুর্শিদাবাদে) পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; বিগত কয়েক বৎসরে বাজে লোক কোম্পানির নাম করিয়া বিনাশুল্কে বাণিজ্য করাতে রাজকোষের যাহা ক্ষতি হইয়াছে তদুপযুক্ত অর্থদণ্ড দেওয়া হইবে; এবং জমীদার হলওয়েলের প্রজাপীড়ন ক্ষমতা রহিত করা হইবে।" মুচলেকার প্রতিভূস্বরূপ ওয়াট্‌স ও চেম্বার্সকে মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী রাখা হইল।

এক পক্ষ চলিয়া গেল। মুচলেকার সর্ত্ত পালন সম্বন্ধে কলিকাতার কোন খবর পাওয়া গেল না। এদিকে ওয়াট্‌স-পত্নী বারবার রাজ অন্তঃপুরে যাইয়া সিরাজ-জননীর নিকট স্বামীর উদ্ধারের জন্য কাতর

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রমণীর প্রাণ সহজেই অন্যের কান্নায় গলিয়া যায়। জননী পুত্রের নিকট ক্রমাগত ওয়াট্সের মুক্তির অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উত্যক্ত হইয়া নবাব তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

সিরাজ কলিকাতা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইংরাজ-হিতৈষী রাজকর্ম্মচারী মাত্রই নবাবকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পাত্রমিত্রের অভিসন্ধি নবাবের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। জানাইলেন,—নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁর আমলে ইংরাজ যেরূপ বাণিজ্য লইয়া তুষ্ট ছিল এখনও সে ভাবে থাকিলে ইংরাজদিগকে আশ্রয় দান কর্ত্তব্য ; নতুবা কোন কারণে উহাদিগকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। নিতান্ত বিশ্বাসী কয়েকজন কর্ম্মচারীর প্রতি রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, মাণিকচাঁদ, প্রভৃতি উৎকোচগ্রাহী পাত্রমিত্র সঙ্গে লইয়া নবাব যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় যুদ্ধ আয়োজনের ধূম পড়িয়া গেল। জলপথে আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য বাগবাজারের ধারে নদীতে দুইখানা যুদ্ধ জাহাজ রাখা হইল, পেরিঙ দুর্গে বহুসংখ্যক কামান স্থাপিত হইল। মহারাষ্ট্র খাত অতিক্রম করিয়া স্থলপথে কলিকাতা প্রবেশ রোধ করিবার জন্য ১৫০০ কালা সিপাহী খাতের ধারে ধারে সন্নিবেশিত হইল। দুর্গ-প্রাচীর সংস্কার, দুর্গমধ্যে অন্নপান সংগ্রহ, মান্দ্রাজে সাহায্য প্রার্থনা, এবং ওলন্দাজ-ফরাসীর সাহায্য ভিক্ষা করা হইল। কৃষ্ণদাস নবাব শিবিরে পলাইয়া গিয়া পাছে ইংরাজদের গৃহচ্ছিদ্রের সন্ধান ব্যক্ত

করেন এই ভয়ে তাহাকে কারাবদ্ধ করা হইল। উমিচাঁদও রাজপথে বন্দী হইলেন।

ইংরাজেরা উমিচাঁদের প্রাসাদ আক্রমণ করিল। পুরীরক্ষক প্রহরীগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। নিষ্কলঙ্ক প্রভু পরিবার ম্লেচ্ছের করগত হইবে, ধন রত্ন ইংরাজের গৌরব বর্দ্ধন করিবে, বৃদ্ধ জমাদার জগন্নাথের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। সে উন্মত্তের ন্যায় স্বহস্তে ১৩টি মহিলার মস্তক ছেদন করিয়া পুরীতে অগ্নি প্রদান করিল। পরিশেষে রক্তাক্ত তরবারি নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ রাজোচিত প্রাসাদ ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

নগরবাসীগণ দলে দলে পলায়নের পথ দেখিল। ওলন্দাজেরা সাহায্যদানে অসম্মত হইলেন। ফরাসীরা যুদ্ধভয়ে ভীত ইংরাজদিগকে চন্দননগরে আশ্রয় লইতে ব্যঙ্গ করিলেন।

বর্ত্তমান শিবপুর বাগানের নিকট ভাগীরথী অপ্রশস্তা। তথায় টানা নামে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। ৫০ জন সিপাহী ১৩টি কামান লইয়া জলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধের জন্য সেখানে নিযুক্ত ছিল। সহসা ১৩ই জুন চারিখানি ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ সেই ক্ষুদ্র দুর্গে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সিপাহীরা হঠাৎ আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া হুগলির ফৌজদারের নিকট সংবাদ দিবার জন্য পলায়ন করিল। দুর্গ ইংরাজের করতলগত হইল। পর দিন ফৌজদার দুর্গ উদ্ধার কল্পে তাড়াতাড়ি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দুই সহস্র সিপাহী ১৪ই জুন টানায় আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। সিপাহী সেনার অগ্নিবর্ষণে

বাধ্য হইয়া ইংরাজ বীরগণ দুর্গত্যাগ করিয়া জাহাজে আশ্রয় লইল। কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ নাই। সিপাহীরা সমস্ত দিন জাহাজের উপর অবিরাম গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। পরদিন আরও ৩০ জন ইংরাজবীর শুভাগমন করিয়াও সিপাহীদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। অবশেষে ক্ষুন্নমনে ইংরাজ সৈন্য জাহাজ খুলিয়া কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ইদানিং যেখানে কলিকাতার বড় ডাকঘর, কষ্টমহাউস, প্রভৃতি দণ্ডায়মান পূর্ব্বে তথায় "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ সংস্থাপিত ছিল। এই দুর্গ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪২০ হাত, দক্ষিণে ২৬০ হাত এবং উত্তরে ২০০ হাত পরিসর ছিল। ইংরাজেরা প্রাচীরের পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণে তিনটি তোপ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিল, এবং তদুপরি কামান সজ্জিত করিয়া নগর রক্ষার্থে প্রস্তুত হইল।

কলিকাতা অবরোধ উপলক্ষ করিয়া জনৈক ইংরাজ লেখক বলিতেছেন—"হতভাগ্য ইংরাজের হইয়া দুকথা বলিতে কেহই সাহসী হইল না। লুণ্ঠন-লোলুপ সহস্র অর্থপিপাসু কর্ম্মচারী এবং চাটুকার বৃন্দে পরিবেষ্টিত নবাব শুধু তাঁহার হীন প্রস্তাবের সমর্থনবাক্য শুনিলেন। সুবিচার এবং দয়ার পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। আমাদের বিনীত নিবেদন নিষ্ফল হইল।" এখানে এই কথার প্রতিবাদ আবশ্যক। যুদ্ধযাত্রার প্রস্তাব উত্থাপন কালে জগৎশেঠ প্রমুখ উচ্চপদস্থ অনেক কর্ম্মচারী ইংরাজের পক্ষ হইয়া নবাবের নিকট দুকথা বলিয়া ছিলেন। নবাবের যুদ্ধপ্রস্তাব "হীন" নহে, প্রজার অনুচিত ঔদ্ধত্য দমন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নবাব যথেষ্ট "বিচার" এবং বাকবিতণ্ডা করিবার পর

যুদ্ধ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দুইবার যাহারা রাজদূতের অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিল, তাহাদের প্রতি আবার "দয়া" কি? টানা অবরোধ ইংরাজদের হঠকারিতার অন্যতম পরিচয়। ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে কখনও "বিনীত" ভাবে নিবেদন করে নাই, করিলে বহু পূর্ব্বেই গোলযোগ নিষ্পত্তি হইত।

নবাবসৈন্য কতক বা জলপথে, কতক বা স্থলপথে হুগলিতে পৌঁছিল। হুগলির ফৌজদার তাহাদিগের নদী উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। মহাসমারোহে নবাব বরাহনগরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা সত্য সত্যই কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছেন! ইংরাজেরা সভয়ে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিয়া নবাবকে বিদায় করিতে চেষ্টা করিল। নবাব উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিলেন। জল স্থল বিকম্পিত করিয়া নবাবের আগ্নেয়াস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

কলিকাতা জয়।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন প্রাতঃকালে বাগবাজারের পথে কলিকাতা প্রবেশ জন্য নবাবসৈন্য কামানে অগ্নি সংযোগ করিল। ইংরাজেরা তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত। নদীগর্ভে রণতরী হইতে এবং পেরিঙ দুর্গের প্রাচীর হইতে ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্র যুগপৎ কালানল বর্ষণ করিয়া সে আক্রমণের গতিরোধ করিল।

সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। সিপাহীরা বার বার প্রাণপণ করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রত্যেক বার তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কতিপয় সিপাহী বহু আয়াসে অগ্রবর্ত্তী হইয়া বাগ-বাজারের খালের ধারে একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। জনৈক ইংরাজ সেনানীর হস্তে রাত্রিতে তাহাদেরও প্রাণনাশ হয়। নবাব বুঝিলেন এ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। রণতরী ও পেরিঙের গোলা বারুদ নিঃশেষিত না হইলে বাগবাজারের পথে কলিকাতা প্রবেশ সহজ সাধ্য নয়। অন্য পথের সন্ধান চাই। তখন কলিকাতার প্রান্তভাগ নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। উত্তর দক্ষিণে কতকটা ফাঁকা জায়গা ছিল; পূর্ব্বদিক দিয়াও একটি ক্ষুদ্র পথে নগরে প্রবেশ করা চলিত।

আহত জগন্নাথ মরিয়াও মরে নাই। সে বাগবাজারের পথে ইংরাজের

লক্ষ্য ভেদ করিয়া নবাবশিবিরে পৌঁছিল। সিরাজ তাহার নিকট কলিকাতার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং প্রবেশপথের বিবরণ পাইলেন।

রাত্রিতেই শিবির ত্যাগ করিয়া সৈন্যদল অতি সন্তর্পণে প্রবেশ পথে উপস্থিত হইল এবং প্রভাত হইতে না হইতেই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দ্বারের প্রহরী সৈন্য পরাজয় করিয়া নগর প্রবেশ করিল। সোজা পথে অগ্রসর হইলে ইংরাজের তোপমঞ্চের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিতে হইবে বুঝিয়া, সুদক্ষনায়ক-চালিত বিপুল বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, দৃঢ়পদে আঁকিয়া বাঁকিয়া, মঞ্চ লক্ষ্য করিয়া চলিল। বীরপদভরে কলিকাতা বিলোড়িত হইল। চারিদিকে ভীষণ কামান নিনাদ, সৈন্য কোলাহল, ও রণবাদ্য দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল।

সহসা তিন দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় ইংরাজগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। তাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া নগররক্ষা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। নবাবের গোলন্দাজ সেনা ইংরাজের তোপমঞ্চে বসিয়া, তাহাদের কামান বারুদে তাহাদেরই দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হলওয়েলের অসীম যত্নে দুর্গপ্রাচীর হইতে যথোপযুক্ত গোলাবর্ষণ হইতেছিল বটে, কিন্তু দুর্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বড় সুবিধা ছিল না। কোথায় বা নায়কগণ নিজ নিজ ক্ষমতা প্রচার করিতে গিয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে, কোথায় বা মহিলামণ্ডলী ও ফিরিঙ্গির আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম, কোথায়ও বা কোন কোন বীরপুরুষ পলায়ন শ্রেয়স্কর বলিয়া সগর্ব্বে মত প্রকাশ করিতেছে, আবার কোথায় বা যে যাহার তল্পিতল্পা লইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছে।

সন্ধ্যা উপস্থিত। দুর্গতলে নদীগর্ভে একখানা জাহাজ ও কতিপয় নৌকা বাঁধা ছিল। মহিলাদিগকে তৎসাহায্যে অন্যত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইল। ধীরে, অতি ধীরে, নিঃশব্দে, রমণীগণ জাহাজ অভিমুখে চলিলেন। ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কলাণ্ড নামে দুই বীর তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়া আসিবার জন্য সঙ্গে গেলেন। কিন্তু বীরদ্বয় আর ফিরিলেন না। দুঃসময়ে পড়িলে অবরুদ্ধ সৈনিকেরা সর্ব্বত্রই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাতে সম্মানের লাঘব হয় না। কিন্তু এই যুদ্ধে জনকয়েক প্রধান কর্ম্মচারী আত্মরক্ষায় যেরূপ অত্যধিক ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজের মুখে চুণকালী পড়িয়াছে।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সামরিক সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে বর্ত্তমান অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিয়া ধনসম্পত্তি লইয়া পলায়নই যুক্তিযুক্ত; কিন্তু কি ভাবে কখন তাহা সম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ের কোন মীমাংসা হইল না। তখন চাচা আপন বাঁচা। প্রবল প্রতাপান্বিত (?) গবর্ণর ড্রেক, অতুল বীর্য্যশালী (?) সেনাপতি মিন্‌চিন্‌, সাহসী কাপ্তান গ্র্যাণ্ট, প্রভৃতি অন্যূন ১০ জন বীর উষাকালে জাহাজে চড়িয়া গঙ্গাযাত্রা করিলেন। যাহারা দুর্গমধ্যে আবদ্ধ রহিল, আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া তাহারা ড্রেকের প্রত্যাগমন পথে চাহিয়া রহিল। এ সময়ে পঞ্চদশ জন মাত্র সাহসী ব্যক্তি একখানি মাত্র নৌকা লইয়া আসিয়া, শত্রুদলের প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও, অবরুদ্ধ হতভাগাদিগকে অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারিত।

২০শে জুন প্রাতে কাতারে কাতারে নবাবসৈন্য দুর্গ প্রাচীর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। হলওয়েল যথাসাধ্য বাধা প্রদানে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু আর না, একা মানুষ ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকে আর কত

বন্দোবস্ত করিবেন? পশ্চিমদ্বার ভগ্ন হইয়া গেল। ভগ্নপথে দলে দলে নবাবসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গচূড়ে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয় পতাকা প্রোথিত করিল। দুর্গবাসীগণ বন্দী হইল।

অপরাহ্নে দুর্গমধ্যে নবাবের বিস্তৃত দরবার বসিল। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাস দরবারে উপনীত হইলেন। ইংরাজ হস্তে তাহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নবাব সহানুভূতি প্রকাশে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আসন দান করিলেন। কলিকাতা আক্রমণের অন্যতম কারণ কৃষ্ণদাসের ইংরাজ-আশ্রয় গ্রহণ। সেই কৃষ্ণদাসের প্রতি নবাবের এতাদৃশ উদার-ভাব দর্শনে জনমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! অতঃপর বন্দীভাবে ইংরাজদিগকে দরবার গৃহে আনা হইল। সিরাজ তৎক্ষণাৎ হলওয়েলের বন্ধন মোচন করিয়া বীরের উপযুক্ত সম্মান করিলেন। তাহাদের ঔদ্ধত্যদোষে এরূপ দুর্গতি ঘটিল বুঝাইয়া দিয়া নবাব গাত্রোত্থান করিলেন। মাণিকচাঁদ কলিকাতার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

২১শে জুন প্রাতে হলওয়েল পুনরায় নবাব সমীপে নীত হইলেন। তিনি এবং তাহার সঙ্গীগণ বীরের ন্যায় দুইদিন যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদুপরি গ্রীষ্মের আতিশয্যে এবং কারাগৃহের বদ্ধ বায়ুতে হলওয়েলের কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। বসিবার আসন ও পানার্থে জল দেওয়া হইল। রাজা মাণিকচাঁদ সঙ্গীত্রয় সহ হলওয়েলকে বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। অন্যান্য ইংরাজ ও পার্শ্বচরগণ মুক্তি পাইল।

অন্ধকূপ হত্যা।

১৭৫৭খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাত গমনকালে "সাইরেন"

জাহাজে বসিয়া হলওয়েল বন্ধু ডেভিসের নিকট এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের বিবরণ পলাশীর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে প্রথম প্রচার হয়। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—২০শে জুন রাত্রিতে ১৪৬ জন ইয়ুরোপীয় একটি ক্ষুদ্র, ১৮ ফিট চতুষ্কোণ গৃহে আবদ্ধ হয়। সেই "অন্ধকূপ" কারাগৃহে দারুণ গ্রীষ্মের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১২৩ জন লোক রাত্রিতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

(ক) জনসংখ্যা।—হলওয়েল বলিয়াছেন ১২ দিন পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়মে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯০ জন যোদ্ধা ছিল, তন্মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইয়ুরোপীয়। আবার হলওয়েল অন্যত্র বলিতেছেন, ড্রেক প্রভৃতির পলায়নের পর দুর্গমধ্যে সেনানায়ক, ভলাণ্টিয়ার, বেতনভোগী, যুদ্ধকালে সংগৃহীত, প্রভৃতিতে মোট ১৭০ জন যোদ্ধা ছিল; এই ১৭০ জন মধ্যে ২০শে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ২৫ জন হত ও ৭০ জন আহত হয়। তাহা হইলে সে রাত্রিতে দুর্গমধ্যে ১৪৬ জন ইয়ুরোপীয় কোথা হইতে আসিল?

(খ) কাল।—"অন্ধকূপ হত্যা" বিষয়ক উক্ত চিঠি পলাশীর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের জনসাধারণে প্রচারিত হয়। অতবড় গুরুতর কথা এতদিন চাপা রহিল কেন? সত্য হইলে জীবিত ২৩ জন, বা মৃতের বন্ধুবর্গ এ কথা লইয়া পূর্ব্বেই আলোচনা না করিত কি?

(গ) স্থান।—১৮ বর্গফুট গৃহে ১৪৬ জন লোক দাঁড়াইয়া থাকাও দুঃসাধ্য! জাহাজে বস্তা বোঝাইর মত যদি গৃহমধ্যে একটির পর একটি করিয়া সাজাইয়া রাখা যায় তবু সে গৃহে ১৪৬ জন লোকের বসিবার স্থান হয় না। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বন্দীরা নাকি সকলে

মিলিয়া দ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিল, উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিয়াছিল, ভিড় ঠেলিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল ;—এত লোক অই সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া হস্তপদ বিক্ষেপের সুবিধা পাইল কি প্রকারে ? তার পর ২০।২৫ জন মরিয়া যখন লম্বায় সার্দ্ধ তিন হস্ত অর্থাৎ ৫।৬ ফিট এবং প্রস্থে অন্যূন ১॥ ফিট পরিমাণ জায়গা অধিকার করিল (অবশ্য মরিয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায় না।), তখন বাকী লোকগুলি দাঁড়াইল কোথায় ?

(ঘ) **পাত্র।**—হলওয়েল যে মিথ্যাবাদী তাহারও অকাট্য প্রমাণ আছে। মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সময়, মীরকাশি-মের নিকট ৩,০৯,০৭০৲ টাকা ঘুষ খাইয়া, হলওয়েল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লিখিয়াছিলেন,—মীরজাফর এমন নিষ্ঠুর যে ঢাকার কারাগারে সিরাজ-জননী আমিনা বেগম ও পিতৃব্য-পত্নী ঘসেটি বেগম প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিয়াছেন। * উত্তরকালে ইংরাজ সদস্যগণ এ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিলাতে কোম্পানির দরবারে জানাইয়াছেন মীরজাফরের বিরুদ্ধে হলওয়েলের উক্তি এক বর্ণও সত্য নয়। † যিনি টাকা খাইয়া এক নবাবের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিতে পারেন, তিনি যে স্বজাতির দোষক্ষালন জন্য অন্য নবাবের চরিত্রে দোষারোপ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

(ঙ) **দেশীয় ও ফরাসী।**—"মুতক্ষরীণ" প্রণেতা পূর্ণিয়ার নবাব দরবারে ছিলেন ; ধরিতে গেলে তিনি একরূপ সিরাজের শত্রু-

* Revd. Long.

† Letter to Court, 30th Sept. 1766, Supp.

পক্ষ। তিনি সিরাজদ্দৌলার নামে অনেক কথা রটনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কথা উল্লেখ করেন নাই। "মুতক্ষরীণ" গ্রন্থের অনুবাদক হাজিমুস্তাফা নামধারী সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সমসাময়িক বাঙ্গালীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া শুনিয়াছেন তাহারাও এ বিষয়ে কিছুই জানিত না। যে সকল ইংরাজ ও ইংরাজ সহচর যুদ্ধান্তে মুক্ত হইয়া কলিকাতার সর্ব্বত্র আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও কি (অন্ধকূপ সত্য হইলে) এ দুর্দ্দশার কথা প্রচার করিত না?

(চ) **ইংরাজ।**—সমসাময়িক ইংরাজদের কাগজপত্রে অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ দেখা যায় না। (১) রণ-পলায়িত বীরপুরুষগণ ফলতার বন্দরে বসিয়া দিন দিন যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহার বিবরণ পুস্তক; (২) কলিকাতা উদ্ধারার্থ মান্দ্রাজ দরবারের বহুদিনব্যাপী বাক্‌বিতণ্ডা বিবরণ; (৩) দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাব লিখিত সিরাজদ্দৌলার নিকট (ইংরাজ সাপক্ষে) অনুরোধ পত্র; (৪) মান্দ্রাজ গবর্ণর পিটটের তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ণ পত্র, (৫) ওয়াট্‌সনের বঙ্গদেশ আগমন হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত নবাবের নিকট লিখিত তীব্র লিপি সমূহ; (৬) আলিনগরের সন্ধিপত্র; (৭) সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার কারণ দর্শাইয়া কোম্পানির দরবারে লিখিত ক্লাইবের পত্র;—প্রভৃতি কাগজপত্রে "অন্ধকূপ হত্যা"র ন্যায় অতবড় গুরুতর বিষয়ের নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত।

(ছ) **স্মৃতিরক্ষা।**—ইংরাজ পূর্ব্বস্মৃতিরক্ষণে সিদ্ধহস্ত। ১৭৬০ সালে হলওয়েল অন্ধকূপের যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, ১৮২১ অব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল কেন? নগণ্য গোরস্থানও ইংরাজেরা

সযত্নে রক্ষা করেন। তুচ্ছ কষ্টম ঘর নির্ম্মাণের জন্য ১২৩ জনের সমাধি-গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা ইংরাজের নীতিবিরুদ্ধ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণের * অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে আন্দোলনে উত্তেজিত হইয়া, চতুর লর্ড কর্জ্জন স্মৃতিস্তম্ভের পুনর্গঠন করিয়াছেন বটে কিন্তু লোকের মনের খট্‌কা দূর হয় নাই।

হলওয়েলের নবেম্বর মাসের প্রথম পত্রে লিখা ছিল—"আমি আমার সহচরগণ সহ রাত্রি অনুমান ৮টার সময় অন্ধকূপ কারাগৃহে আবদ্ধ হইলাম।" সমস্ত রাত্রি যে কষ্ট কষ্ট সহ্য করিয়া ছিলাম তাহা বর্ণনাতীত। এ কথা সত্য। একে নিদাঘের দারুণ উত্তাপ, সমস্ত দিনের যুদ্ধে বন্দীগণ অবসন্ন। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, গৃহমধ্যে বায়ু প্রবাহের অভাব, তাহাতে আবার বন্দীর অদুগ্ধফেণিনিভ শয্যা; সুতরাং তাহাদের যে কষ্টের একশেষ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া কারাগৃহে ১৪৬ ইয়ুরোপীয় বন্দী ছিল না, তাহাদের মধ্যে ১২৩ জন মারাও যায় নাই।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে অন্ধকূপের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বুঝিলাম এই যে—(১) যে কথা সমসাময়িক ইংরাজের কার্য্য-বিবরণীতে স্থান পাইল না, মুসলমান ইতিহাসে স্থান পাইল না, যাহা দেশের লোক শুনে নাই, তৎসাময়িক ইংরাজেরা উল্লেখ করে নাই,—তাহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নয়। (২) ২০শে জুন রাত্রিতে ১৪৬ জন ইয়ুরোপীয়

* সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত "পলাশী" প্রবন্ধে এবং তাঁহার "ইংরেজের জয়" নামক গ্রন্থে অন্ধকূপ হত্যার অলীকত্ব প্রতিপাদন করেন।

আদৌ দুর্গ মধ্যে ছিল না ; ১৮ ফুট গৃহে ১৪৬ জনের স্থান সমাবেশও হয় না,—সুতরাং কার্য্যতঃ এরূপ ঘটনা সংঘটন অসম্ভব। (৩) এ কথা পলাশী যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়, অতএব বুঝা যায় ইংরাজেরা নিজ কার্য্য সমর্থন জন্য ইহা পরে গড়িয়া তুলিয়াছিল। (৪) যে হলওয়েল অর্থলোভে মীরজাফরের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিতে পারিল তাহার প্রচারিত অন্ধকূপের কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২রা জুলাই সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। হুগলির দরবারে চুঁচড়ার ওলন্দাজেরা ৪॥ লক্ষ এবং চন্দননগরের ফরাসীরা ৩॥ লক্ষ টাকা নজর দিয়া বিজেতার গৌরব বর্দ্ধন করিলেন। ইংরাজের দর্পচুর্ণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া নবাব মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া হলওয়েল ও তাহার তিন সঙ্গীর মুক্তি প্রদান করিলেন।

বণিকের মত বাণিজ্য চালাইলে ইংরাজদের কলিকাতায় বাণিজ্য-চালনায় নিষেধ রহিল না। কলিকাতার নাম রাখা হইল "আলিনগর"।

একজন গোরা মদিরাবশে একদিন একটি নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করিয়া ফেলিল। মানিকচাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট ইংরাজদিগকেও কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

শওকতজঙ্গ।

দিল্লীর বাদসাহ অনেক কাল বঙ্গদেশ হইতে রাজকর প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি আপন আয়ত্বাধীনে রাখিতে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা। কিন্তু তাঁহার এত লোকবল বা অর্থবল ছিল না যে তিনি সহজে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। এমন সময়ে শওকতজঙ্গের সুবাদারী প্রার্থনা দিল্লীতে পৌঁছিল। বাদসাহ সাগ্রহে সে আবেদন গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, বাদসাহপুত্র সসৈন্যে শওকতের সহিত মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে বঙ্গের সুবাদার হইবেন, এবং তাঁহার অন্তরালে শওকতজঙ্গ প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী করিবেন।

যথাসময়ে এ সংবাদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত। সিরাজদ্দৌলা একটু চিন্তিত হইলেন। বাদসাহ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণিয়ার বিপুল বাহিনী সদর্পে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিলে, সে সমবেত শক্তির গতি-রোধ সিরাজের সহজসাধ্য হইবে না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন সাহজাদার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই শওকতকে বিপর্য্যস্ত করা চাই। তাহা হইলেই তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইবে। কিন্তু শওকত তাঁহার পরমাত্মীয়; আলিবর্দ্দীর সিংহাসনে শওকত ও সিরাজের সমান

অধিকার। কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ভালরূপ চিনিয়াছেন। আততায়ীর মত পূর্ণিয়া আক্রমণ করিলে, এই সকল ধুরন্ধরেরা দেশের লোক উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। সিরাজদ্দৌলা পূর্ণিয়া আক্রমণের একটি ছল খুজিতে লাগিলেন।

অনেক চিন্তা করিয়া নবাব একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পূর্ণিয়ার বীরনগরে নবাবের একজন ফৌজদার থাকিত। তিনি জনৈক অনুগত ব্যক্তিকে ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত করিয়া শওকতজঙ্গের নিকট পত্র লিখিলেন। যথাকালে উত্তর আসিল—"বাদসাহী সনন্দ বলে আমিই বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব। তুমি আমার নিতান্ত আত্মীয়, তাই তোমায় প্রাণে নষ্ট করিতে চাহি না। যদি প্রাণ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন নির্জ্জন পল্লীতে পলায়ন করিতে চাও আমি বাধা দিব না, বরং তুমি অন্নবস্ত্রে কষ্ট না পাও তাহারও ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছি। আর বিলম্ব করিও না। পত্রপাঠ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন কর। কিন্তু সাবধান! রাজকোষের কপর্দ্দকেও হস্তক্ষেপ করিও না। যত শীঘ্র পার পত্রোত্তর পাঠাও। সময় নাই, অশ্ব সুসজ্জিত; আমি রেকাবদলে পা তুলিয়া দিয়াছি; কেবল তোমার প্রত্যুত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব।" * দরবারে এ পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া নবাব পূর্ণিয়া আক্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

যখন ইংরাজকে পদানত করিয়া, অত্যাচারীর শাসন করিয়া, সিরাজদ্দৌলা আপনার কৃতিত্ব দেখাইতে ছিলেন, মন্ত্রীদলের ষড়যন্ত্রের তখনও বিরাম নাই। (১) রাজবল্লভ ভাবিলেন সিরাজের যেরূপ

* ষ্টুয়ার্ট কৃত "History of Bengal."

শাসন ক্ষমতা তাহাতে একবার প্রকৃতস্থ হইয়া রাজকার্য্যে মনযোগ দিতে পারিলেই তিনি তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিবেন। এতদিন নবাবের যেরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পতন ত অবশ্যম্ভাবী।

(২) জগৎশেঠ বাঙ্গলার কোষাধ্যক্ষ। বিপদে আপদে শেঠজী নবাবের সমুচিত সাহায্য করিতেন। জলস্রোতের ন্যায় অজস্র অর্থরাশি নিত্য তাঁহার রাজভাণ্ডারে আমদানী হইত। তাঁহার বাটীতে রাজকীয় মুদ্রা নির্ম্মিত হইত। এ হেন ধনকুবের এবং প্রতি-পত্তিশালী শেঠকেও রাজবল্লভ নিজ পক্ষভুক্ত করিয়াছিলেন! সিরাজ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে সাপেক্ষ ভাবে শেঠজীর কোন বিশেষ বিদ্বেষের কারণ ছিল না। ["পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে নবীন বাবু লিখিয়াছেন, সিরাজ-দ্দৌলা নাকি জগৎশেঠের নির্ম্মলকুলে কালী দিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক উক্তি। ভ্রান্তিবশতঃ সরফরাজ খাঁর অপরাধ সিরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া নবীন বাবু জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন!] সিরাজের প্রথম অপরাধ, তিনি স্বহস্তে রাজকার্য্য চালাইতেন; জগৎশেঠের ন্যায় পাত্রমিত্রের কথায় কর্ণপাতও করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, জগৎশেঠ ইংরাজের বন্ধু। ইংরাজের বাণিজ্য ব্যবসায়ে শেঠের প্রভূত অর্থাগম হইত। সেই বন্ধু দেশ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় তাঁহার উপার্জ্জনের এক পথ বন্ধ হইয়াছে।

(৩) মীরজাফর জানিতেন সিরাজ বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে সন্দেহনেত্রে দেখেন, সুতরাং নবাবকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলিতে হইত।

(৪) রায়দুর্ল্লভ নবাবের দেওয়ান। রাজা ঘুমন্ত থাকিলে মন্ত্রীর

অনেক সুবিধা। সিরাজ সমস্ত রাজকার্য্য স্বচক্ষে দেখেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিপত্তি ও অর্থাগম উভয়তঃ ক্ষতি হইতেছে।

এ হেন স্বার্থান্ধ দেশনেতাগণ পূর্ণিয়ার নবাবকে বঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং সনন্দ আনিবার জন্য দিল্লীর বাদসাহ দরবারে অর্থপ্রেরণও করিয়াছিলেন। শওকতের কুচরিত্রের কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না; আবার এ সকল উচ্চপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সিরাজের রাজোচিত গুণাবলী না চিনিতেন এমনও নয়। আসল কথা তাঁহারা একটি মনের মত রাজা চাহেন, যিনি তাঁহাদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাইবেন।

মন্ত্রীদল বুঝিলেন সাহাজাদা না আসিতেই যদি সিরাজ শওকতকে আক্রমণ করেন তবে ফলাফল সুবিধাজনক হইবে না। সনন্দের জন্য যে টাকা দিল্লীতে পাঠান হইয়াছে তাহাও বৃথা যাইবে। এত পরিশ্রম, এত অর্থ ব্যয়, এত উৎকণ্ঠা, সব পণ্ড হইবে। দরবারে নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে জগৎশেঠ বলিলেন ঃ— "দিল্লীশ্বর বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বামী; সুবাদার তাঁহারই সনন্দবলে রাজ্যশাসন করেন। সিরাজদ্দৌলার সনন্দ নাই, শওকতজঙ্গ সনন্দ পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কে রাজা কে প্রজা তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।" রাজরোষ প্রজ্জলিত হইল। সিরাজ বিদেশী বণিকের অবমাননা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু ভৃত্যের ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জগৎশেঠকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন। মীরজাফর অসি ত্যাগ করিয়া সেনাপতিত্ব বর্জ্জন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজবল্লভ-রায়দুর্লভ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া নবাবকে স্তম্ভিত করিলেন

সময় অতি অল্প। এ সময়ে গৃহবিবাদে ব্যাপৃত থাকিলে রাজ্য রক্ষা হইবে না। মীরজাফর সেনাপতি, "সিপাহ্‌সালার" (Commander-in Chief and Paymaster-General of the Forces)। সেনাপতি নিজ বেতন ও সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহার্থ তৎকালে ১৮ খানা পরগণার এক বিস্তৃত জায়গীর ভোগ করিতেন। সে জায়গীর হইতে তাঁহাকে উচ্ছেদ করিয়া অন্য সেনাপতি নিয়োগ সহজসাধ্য নয়। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও আপাততঃ কার্য্যসিদ্ধির জন্য সিরাজকে মীরজাফরের সন্তোষ বিধান করিতে হইল। জগৎশেঠ কারামুক্ত হইলেন। মন্ত্রীদল পরিত্যক্ত অসি প্রতিগ্রহণ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ পশ্চিম দিক হইতে পূর্ণিয়া আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। সেনানায়ক মোহনলাল সসৈন্যে রাজসাহীর ভিতর দিয়া পূর্ণিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাব স্বয়ং সেনাপতি মীরজাফর সহ রাজমহলের পথে অগ্রসর হইলেন।

সংবাদ পাইয়া শওকতজঙ্গ বাহাদুরও সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছেন। নবাবগঞ্জের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় সেনা সন্নিবেশিত হইল। মধ্যে প্রকাণ্ড জলাভূমি। জলাভূমির মধ্য দিয়া যাতায়তের একটি মাত্র পথ। শওকতের পদাতিক সেনা তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি কিন্তু নিজে যুদ্ধব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাঁহার কৃত সৈন্য-সমাবেশ সেনাপতিগণের মনঃপুত হইল না। প্রথমে কামান পাতিয়া, অশ্বারোহীদল তাহার পশ্চাতে রাখিতে হইবে, তৎপশ্চাতে পদাতিক। শওকতের পদাতিক রহিল অগ্রে, তৎপশ্চাতে কামান, এবং সর্ব্বশেষে অশ্বারোহী।

সেনাপতি প্রভুকে এ অন্যায় সৈন্য-সমাবেশের কথা জানাইলেন। শওকত বলিলেন—"আমি এ জীবনে তিন শত যুদ্ধ করিয়াছি, আমায় শিক্ষা দিতে হইবে না।" রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

মোহনলাল বীরবিক্রমে জলপথের দিকে অগ্রসর হইলেন। শওকতের গোলন্দাজ সৈন্য বহু দূরে। গোলন্দাজ সেনার নেতা বাঙ্গালী বীর শ্যামসুন্দর দেখিলেন সমূহ বিপদ উপস্থিত। তিনি শওকতের আদেশ প্রতীক্ষা না করিয়া পদাতিক সৈন্য হটাইয়া দিয়া কামান অগ্রে আনিলেন। শ্যামসুন্দর অবিরলধারে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মোহনলালের গতি প্রতিহত হইল। শওকত শ্যামসুন্দরের বীরপ্রতাপে মত্ত হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া অশ্বারোহীদল অগ্রসর হইতে আজ্ঞা করিলেন। ভাবিলেন এবার যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী। আনন্দে শিবিরে প্রবেশ করিয়া তিনি সুরাপান ও আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন।

শওকতের কতক অশ্বারোহী উভয়পক্ষীয় কামানের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, কতক বা জলাভূমির পঙ্কে অচল হইয়া, দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সেনাপতি বুঝিলেন সৈন্যদল এ বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া যুদ্ধজয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গপানে অচেতন শওকতকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সৈন্যদল উৎসাহিত করিবার জন্য রণক্ষেত্রে আনিলেন। মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণে শওকত-সৈন্য বিধ্বস্ত হইতেছিল। একটি গোলা আঘাতে শওকতের বিলাস জীবনও শেষ হইল।

মোহনলালকে পূর্ণিয়ার শাসন-শৃঙ্খলায় নিযুক্ত রাখিয়া, সিরাজ-

দৌলা সসৈন্যে শওকতজননী সহ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মন্ত্রীদলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা অতঃপর ইংরাজের সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ক্লাইব।

এদিকে মান্দ্রাজ দরবার কলিকাতার বিপদবার্ত্তা এবং ফলতার বন্দরে ইংরাজের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ক্রমাগত দুইমাস পর্য্যন্ত বহুবিধ বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অগত্যা কর্ণেল ক্লাইবকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া ২,৪০০ সৈন্য সহ ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশে কোম্পানির বাণিজ্য রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন নৌসেনাপতি হইয়া ছয়খানি রণপোত সহ ক্লাইবের সহগামী হইলেন। জাহাজ মধ্যে উভয় সেনাপতি তর্ক উঠাইলেন বাঙ্গলা লুট করিয়া কে কত অংশ লইবেন। তাঁহারা যে সম্ভবপর হইলে বিনারক্তপাতে কোম্পানীর বাণিজ্য স্থাপনার্থ আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা উভয়েই বিস্মৃত হইলেন। সূচনাতেই সেনাপতির পরিচয় পাওয়া গেল।

ফলতার ইংরাজগণ মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য আসিবে আসিবে ভাবিয়া বহুদিন আশাপথে চাহিয়া রহিয়া ছিল। খাদ্যাভাব, পানীয় জলাভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থান, তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। শেষটা উমিচাঁদের সাহায্যে, রাজা মাণিকচাঁদের অনুগ্রহে, তাহাদের আহার্য্যের সংঘটন হইল বটে, কিন্তু কত কাল আর এরূপ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা যায়।

তাহারা নবাব দরবারে অনুনয় বিনয় জানাইতে লাগিলেন। সিরাজ ইংরাজদিগকে চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার সরল প্রাণ শত্রুর কাতর নিবেদনে বিগলিত হইল। তিনি পূর্ব্বের বাণিজ্যাধিকার প্রত্যর্পণ করিতে প্রায় সম্মত হইলেন। ইংরাজের দর্প চূর্ণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ, ইচ্ছা করিলে, কলতার বন্দর আক্রমণে ইংরাজদিগকে দেশ হইতে একবারে বিতাড়িত করিতে তিনি মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব করিতেন না।

পথিমধ্যে বহু ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন সদর্পে কলতায় পৌঁছিলেন। ওয়াট্‌সন জাহাজে বসিয়া ১৭ই ডিসেম্বর নবাবের নিকট একখানা চিঠি লিখিলেন। পত্রখানি এইরূপ—"প্রভু ইংলণ্ডেশ্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-শৃঙ্খলার্থ প্রবল রণতরী সহ আমাকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। ইংরাজবাণিজ্যে মোগলের বিস্তর লাভ হইতেছে। তথাপিও আপনি সসৈন্যে তাহাদের কুঠি আক্রমণ করিয়া, কর্ম্মচারীগণ বিতাড়িত, বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত এবং অনেক ইংরাজের প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন,—শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমি কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে বাণিজ্য-কার্য্যে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছি। আশা করি আপনি স্বেচ্ছায় তাহাদিগের পূর্ব্ব অধিকার প্রত্যর্পণ করিবেন। এবং ইংরাজ-বাণিজ্যে দেশের উপকার স্মরণ করিয়া, তাহাদের যথাযথ ক্ষতি পূরণে গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া, শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়পর ইংলণ্ডেশ্বরের বন্ধুত্ব গ্রহণ করিবেন। অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।"

দেশ জয় করিয়া লুণ্ঠন করা ক্লাইব-ওয়াট্‌সনের অভিপ্রায়। নতুবা

তাঁহাদের লঙ্কাভাগ সম্পন্ন হইবে কি প্রকারে? সন্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ফলতার ইংরাজেরা আরও কিছু দিন প্রতীক্ষা করিয়া নবাবের আদেশ পত্র লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু নবাগত সেনাপতিদ্বয় প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহারা সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়াছেন তাহাদের আদেশ—সম্ভবপর হইলে, বিনারক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি করা; আর যাহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়াছেন তাহারাও যুদ্ধ পরীক্ষা চাহে না; তবুও সেনাপতিদ্বয় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ফলতার ইংরাজগণ এ যুদ্ধ ব্যাপারে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহা সেনাপতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বলতর পরিচয় নহে কি?

ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বজ্‌বজ দুর্গ অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজা মাণিকচাঁদ কর্ত্তব্যানুরোধে বজ্‌বজে আসিয়া ইংরাজসৈন্যের গতিরোধের ভাণমাত্র দেখাইলেন। শত্রুর গোলা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা বাহাদুর তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া একদম মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ছুটিলেন। প্রবাদ, তিনি অর্থলোভে ক্লাইবের বশীভূত হইয়াছিলেন।

বজ্‌বজ অধিকার করিয়া ক্লাইব কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ২রা জানুয়ারী কলিকাতা আক্রান্ত হইল। সিপাহীরা সেনাপতি বিহনে যুদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিল না। আবার কলিকাতা দুর্গে ইংরাজের জয়পতাকা উড্ডীন হইল। দুর্গের কর্ত্তৃত্ব লইয়া ক্লাইব ওয়াট্‌সনে বচসা উপস্থিত। ক্লাইব বলেন আমি সেনাপতি, ওয়াটসন কেহই নয়; আবার ওয়াট্‌সন বলেন আমি প্রধান সেনাপতি,

ক্লাইবের কোন ক্ষমতা নাই। সে দিন শেষটা ক্লাইবেরই জয় হইল। আমরাও সেনাপতিদের ছেলেখেলা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না।

কলিকাতা পাওয়া গেল, বজ্‌বজ পাওয়া গেল, কিন্তু টাকা কৈ? যে অর্থের প্রবল আকর্ষণে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ক্লাইব এদেশে আসিয়াছেন, তাহাই যদি হস্তগত না হইল তবে এত যুদ্ধোদ্যমের স্বার্থকতা কি? হুগলি প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান, ফৌজদারের রাজধানী। সেনাপতিদ্বয়ের আদেশে মেজর কিলো-প্যাট্রিক সহসা হুগলি আক্রমণ করিয়া তথাকার দুর্গ, রাজকাচারী ও ধনাঢ্য বণিকগৃহের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া আনিলেন। সৈন্যদল তাড়াতাড়ি যতদুর পারিল গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল হুগলি শ্মশানে পরিণত হইল। ক্লাইবের মনোবাঞ্ছা কতক পূর্ণ হইল।

নবাব সন্ধিবন্ধনে প্রস্তুত। প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছেন—"তুমি লিখিয়াছ তোমাদের রাজা কোম্পানীর বাণিজ্য, বসতি, দাবীদাওয়া সংরক্ষণের জন্য তোমাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। পত্র পাইবামাত্র আমি উত্তরদিয়াছি। বোধ হয় তুমি সে পত্র পাও নাই, তজ্জন্য এই দ্বিতীয় পত্র লিখিতেছি। কোম্পানির বঙ্গের প্রধান কুঠীয়াল রোজার ড্রেক আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ এবং আমার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন;—নবাব দরবারের তদন্ত উপেক্ষা করিয়া পলায়িত ব্যক্তিদিগকে, আমার নিষেধ সত্বেও, তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। আমি এজন্য শাস্তিস্বরূপ তাহাকে আমার রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি। তাহার স্থানে অপর কেহ নিযুক্ত হইলে ইংরাজ

কোম্পানীর বাণিজ্য-চালনায় আমার আপত্তি ছিল না। দেশের এবং প্রজার মঙ্গলার্থ তোমাকে জানাইতেছি যে কোম্পানী পুনঃ-স্থাপনের বাসনা থাকিলে একজন নূতন গবর্ণর নিযুক্ত কর। আমি পূর্ব্বকার যথাযথ বাণিজ্যাধিকার প্রত্যর্পণ করিব। বণিকের ন্যায় বাণিজ্য চালাইলে আমি তাহাদিগকে রাজানুগ্রহদানে তুষ্ট করিব, তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় রক্ষা করিব এবং আবশ্যক হইলে সমুচিত সহায়তা করিব।

সেনাপতিগণ অতর্কিতে কলিকাতা অধিকার, হুগলি লুণ্ঠন, প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিয়াও নবাবের নিকট তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ওয়াট্‌সন মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় পত্রে লিখিলেন—"লিখিয়াছেন কোম্পানির গবর্ণর ড্রেকের দুর্ব্ব্যবহারে আপনি ইংরাজ-দিগকে এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। রাজারা প্রায়ই স্বচক্ষে দেখেন না, স্বকর্ণে শুনেন না। কুচক্রী, হীনপ্রবৃত্তি মন্ত্রীর মিথ্যা সংবাদে কুপথে চালিত হন। একের (?) দোষে দশের শাস্তি দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য নয়। নিরপরাধ, নির্ব্বিরোধ (?) অতগুলি মানুষকে উৎপীড়িত করা কি রাজোচিত কার্য্য? * * * যদি ন্যায়পর হইয়া রাজোচিত খ্যাতি লাভের বাসনা রাখেন, ঐ সকল নীচ উপদেষ্টা-দিগকে শাস্তি প্রদান করুন; তবেই আমার যুদ্ধার্থ নিষ্কাশিত অসি পুনরায় কোষবদ্ধ হইবে। ড্রেকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে দরবারে জানাইবেন, অভিযোগের প্রতিবিধান হইবে। আমিও আপনার ন্যায় একজন যোদ্ধ পুরুষ, কিন্তু আপনি স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ করিলে, যুদ্ধে অকারণ নির্দ্দোষ প্রজাক্ষয় করা আমার অভিপ্রেত নহে।"

এই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই সিরাজদ্দৌলা হুগলির লুণ্ঠন বিবরণ শুনিয়াছিলেন। ওয়াট্‌সনের কি ধৃষ্টতা! সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা, ড্রেক ইংরাজবণিকের গোমস্তা মাত্র। সেই গোমস্তা অন্যায় করিলেও নবাব নিজে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন না,—বাণিয়ার দরবারে দরখাস্ত করিতে হইবে! বাহবা আবদার !!

সিরাজদ্দৌলা আর যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন। যুদ্ধে প্রজার প্রাণক্ষয়, রাজ্য শাসনে বিশৃঙ্খলা, অজস্র অর্থব্যয়, নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার, প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট সাধিত হয়। যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিবেন কাহাকে? তিনি কলিকাতা পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাহারা পলায়ন করিবে; আবার হয়ত মুর্শিদাবাদে ফিরিয়াই শুনিতে পাইবেন ইংরাজেরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। দাম্ভিকের অহঙ্কারে, অসারের তর্জ্জন গর্জ্জনে তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। ওয়াট্‌সনকে লিখিলেন:—"তোমরা হুগলি লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছ। এ কাজ বণিকের উপযুক্ত হয় নাই। আমি এই সংবাদ শ্রবণে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া হুগলিতে আসিয়াছি, এবং ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। যদি পূর্ব্ব অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বাণিজ্য চালাইবার বাসনা রাখ, তোমাদের দাবীদাওয়া বুঝাইয়া দিতে সক্ষম জনৈক উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ কর। আমি তোমাদের কুঠী প্রত্যর্পণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য অধিকার প্রদান করিতে অন্যথা করিব না।

"এদেশ প্রবাসী ইংরাজগণ আমার আদেশ মান্য করিয়া,—আমাকে অনর্থক উত্যক্ত না করিয়া,—যদি বণিকের ন্যায় নিরীহ ব্যবহার করে

তবে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। তুমি জান যুদ্ধে সৈনিকদিগকে লুণ্ঠনকার্য্যে বিরত রাখা কত কষ্টকর। গত যুদ্ধকালে আমার সৈন্যদ্বারা তোমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্য তোমরা যদি কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার কর, তবে ইংরাজজাতির চিরসৌহৃদ্য লাভের জন্য আমিও তোমাদের যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করিব। তুমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; কলহ বৃদ্ধির চেয়ে কলহ নিবারণ কত ভাল তাহা তোমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু যদি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে আমার দোষ নাই।"

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজের সহিত শত্রুতা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন ফললাভ ঘটে নাই। এবার মিত্রতা বন্ধনে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইলেন। নচেৎ ওয়াট্সন-ক্লাইবের দর্পচূর্ণ করিতে তাঁহার কতক্ষণ?

সন্ধির পরিণাম।

৬০,০০০ পদাতিক, ১৮,০০০ অশ্বারোহী ও ৪০টি কামান লইয়া সিরাজদ্দৌলা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ইয়ুরোপে ফরাসী-ইংরাজে আবার যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই সময়ে ফরাসীরা ইংরাজদলনে নবাবের সাহায্য করিলে, তাহাদের এদেশে তিষ্ঠান ভার হইবে। ইংরাজ দরবার প্রমাদ গণিলেন। নবাবের মনস্তুষ্টিসাধন এবং সন্ধির জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্তু তাহাদের সেনাপতি বীরশার্দ্দুল (?) ক্লাইব নূতন সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন, তিনি একবার বলপরীক্ষা না করিয়া সন্ধিতে সম্মত হইতে পারেন না। ক্লাইব ৬টি কামান এবং তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য লইয়া সদর্পে নবাবের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাবের ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র হইতে এরূপ ভীষণ কালানল বর্ষণ হইতে লাগিল, এবং অশ্বারোহী দলের কতক অংশ এরূপ ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, ক্লাইব আত্মরক্ষার্থ সসৈন্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা তবুও সন্ধি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় উমিচাঁদের বিস্তীর্ণ বাগান বাড়ীতে দরবার করিয়া ইংরাজপ্রতিনিধি ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে দুইজন ইংরাজ

পুরুষ যথারীতি কুর্ণিস করিয়া দরবারে উপস্থিত। নবাব তাহাদের যথোচিত সমাদর করিয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রতিনিধি-দ্বয়ও তাহাদের সম্মতি জানাইলেন। লেখাপড়া স্থির করিবার জন্য তাহাদিগকে দেওয়ানখানায় লইয়া যাওয়া হইল। নবাবের মন্ত্রীদল চিরকালই কুচক্রী। তাঁহারা সন্ধি চাহেন না। যেন তেন প্রকারেণ নবাবের অর্থক্ষয় ও বলক্ষয় হইলেই তাঁহারা পরিতুষ্ট। যুদ্ধে যে তাঁহাদের ইংরাজ-বন্ধুর ক্ষতি হইবে, সেদিকে মন্ত্রীদলের ভ্রুক্ষেপ নাই। উমিচাঁদ আসিয়া প্রতিনিধিদ্বয়ের কাণে কাণে বলিলেন—"আর দেখিতেছ কি? এখনই পলায়ন কর; নবাবের কামান এখনও পৌঁছায় নাই, তাই সন্ধির কথা তুলিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। কামান আসিয়া পৌঁছিলেই তোমরা বন্দী হইবে, যুদ্ধ চলিবে। এইবার অন্ধকারে অন্ধকারে আপনাপন প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।"

অগ্রপর বিচার না করিয়া তাহারা প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া ইংরাজ দরবারে এ সংবাদ দিল। নবাব বা তাঁহার সৈন্যগণ কেহই ঘুণাক্ষরে এ খবর জানিতে পারিল না।

ক্লাইবের বীর-হৃদয়ে আবার রণচিন্তা জাগিয়া উঠিল। তিনি নিঃশব্দে আবার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ঘুমন্ত নবাবসৈন্য সহসা আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিবার কল্পনা করিলেন। রাত্রি তিনটার সময়ে শন্ শন্ শব্দে নবাব-শিবিরে কামানের গোলা পড়িতে লাগিল। বহু সৈন্য ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। একে কুজ্ঝটিকার আবির্ভাব, তাহাতে আবার ধূমপুঞ্জে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন; শত্রুদল দেখা যাইতেছে না। সিরাজদ্দৌলা শয্যা ত্যাগ করিয়া সৈন্য

চালনায় অগ্রসর হইলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া গোলন্দাজগণ কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। মুহুর্মুহু অগ্নিপিণ্ড ইংরাজদলনে ধাবিত হইল। সমোৎসাহে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কুয়াসা কাটিয়া গেল। দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল। যুদ্ধে অক্ষম হইয়া ক্লাইব দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নবাবের অশ্বারোহীগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুইটি কামান কাড়িয়া আনিল। এ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে দুই জন সেনানায়ক ও অন্যূন ২২৫ জন সৈন্য হত হইয়াছিল। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় নবাবসৈন্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু সৈন্য সংখ্যার অনুপাতে নবাবের ক্ষতি নগণ্য।

কি কারণে সন্ধির কথা উত্থাপন সত্বেও এইরূপ যুদ্ধ চলিল, নবাব সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সেনাপতি মীরজাফর ও আর আর চক্রান্তকারীদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি এহেন কুচক্রী মন্ত্রীদল লইয়া পুনরায় দুর্গরোধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ক্লাইব যুদ্ধ করার ফল স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিও এবার সন্ধির জন্য ব্যাকুল; এমন সময়ে নবাবই অগ্রবর্ত্তী হইয়া ইংরাজদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান করিলেন। ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আলিনগরের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা পূর্ব্বের বাণিজ্যাধিকার এবং দুর্গ সংস্কারের অনুমতি পাইলেন। কলিকাতা অধিকার কালে ইংরাজের যাহা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতেও নবাব প্রতিশ্রুত হইলেন :—

"১। বাদসাহ ফারমাণ ও হুসবালবুকুম ইংরাজ কোম্পানীকে পাঠাইয়া উহাদিগকে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাতে কোন আপত্তি করা হইবে না। তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে না।

তাহাতে যে সকল রেহাই দেওয়া হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা হইবে। ফারমাণে যে সকল গ্রাম দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারগণ যদিও তাহা দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা দান করা হইবে। তবে ইংরাজ কোম্পানী এই সকল গ্রামের জমিদারদিগকে বিনা কারণে উচ্ছেদ বা তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবেন না।

ফারমাণের এই সকল সর্ত্ত আমিও স্বীকার করিতেছি। নবাব।

২। ইংরাজের দস্তক লইয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া যে কোন স্থান দিয়া ইংরাজের মালপত্র গমনাগমন করিবে। চৌকিদার, গৌলিভা ও জমিদার তাহাদের নিকট হইতে টেক্স বা মাসুল আদায় করিতে পারিবেন না।

ইহা আমার স্বীকার করা হইল।—নবাব।

৩। নবাব কোম্পানীর যে সকল কুঠী দখল করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দিবেন। সেই সঙ্গে কোম্পানীর লোকের যে সকল টাকাকড়ি ও দ্রব্যাদি লওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। আর যে সকল দ্রব্যাদি লুটপাট করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার ন্যায্যমত মূল্য ধরিয়া দেওয়া হইবে।

আমার সিক্কানি অর্থাৎ রাজস্ব ও মাসুল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ আমার হুকুমমত যাহা কিছু অধিকার করিয়াছে, তাহা প্রত্যর্পিত হইবে। —নবাব।

৪। আমরা ইংরাজ যেরূপ আবশ্যক ও ভাল বুঝিব, সেইমত করিয়া আমরা আমাদের কলিকাতা-দুর্গ সুদৃঢ় করিব।

আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।—নবাব।

৫। মুর্শিদাবাদে যেরূপ মুদ্রা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ওজনের সুন্দর সিক্কা টাকা ও মোহর আমরা (ইংরাজ) প্রস্তুত করিব। তাহাও দেশে চলিবে এবং তাহাতে কেহ বাটা লইতে পারিবে না।

ইংরাজ কোম্পানী নিজের ধাতুতে নিজে মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে আমি সম্মত আছি।—নবাব।

৬। এই সন্ধিপত্র ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত দূতগণের সম্মুখে সই করিবেন, সিলমোহর করিবেন ও শপথপূর্ব্বক পালন করিবার জন্য নবাব নিজে ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রতিজ্ঞা করিবেন।

আমি ঈশ্বর ও পয়গম্বরের সমক্ষে ইহাতে সই ও সিলমোহর করিলাম।—নবাব।

৭। ইংরাজের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া, যত বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিয়া, নবাব যত দিন এই সন্ধিপত্রের মতানুসারে চলিবেন, তত দিন ইংরাজদিগের পক্ষ হইয়া এড্‌মিরাল চার্ল্‌স ওয়াট্‌সন, ও কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব নবাবের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবেন।

এই সকল প্রতিজ্ঞায় এই সকল সর্ত্তে যদি গবর্ণর ও কৌন্সিল ইহাতে সই দেন ও সিলমোহর করেন, তবে আমি ইহাতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলাম।—নবাব।" *

"বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নবাব মনসুর-উল-মোলক্ সিরাজদ্দৌলার সমক্ষে স্বহস্তে নিজ নিজ নাম সই করিয়া, এবং কৌন্সিলের মোহর অঙ্কিত করিয়া, আমরা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা নবাবের

* "ইংরেজের জয়" হইতে গৃহীত।

এলাকাভুক্ত কোম্পানীর কুঠীর কার্য্য পূর্ব্ববৎ চালাইব; বিনা কারণে কখন কাহারও প্রতি অত্যাচার করিব না; রাজসরকারের কোন দেনাদারকে, বা তালুকদারি জমিদারকে, বা কোন নরহন্তা কিংবা দস্যুতস্করকে আশ্রয় দান করিব না; আমরা নবাবের সহিত কৃত এই সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলির কথনও অন্যথাচরণ করিব না।"—ইংরাজগণ।

সন্ধি স্থাপনের পর এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই ইংরাজ ফরাসী দলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন! নবাব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, তিনি ফরাসীদিগের সহায়তা করিতে পারিবেন না। সুতরাং চন্দননগর আক্রমণের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের পথে এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবাক হইলেন। দেশের কলহ বিবাদ নিবৃত্তি করিবার জন্যই ত তিনি অপমান ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া ক্ষুদ্র প্রজা বিদেশী বণিকের সহিত সমানে সমানে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন! তিনি ওয়াট্‌সনকে লিখিলেন:—"সমুদয় কলহবিবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্যই বাণিজ্যাধিকার পুনঃ প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলাম। তুমি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে এদেশে আর যুদ্ধকোলাহল উপস্থিত করিবে না। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে তোমরা হুগলির নিকটস্থ ফরাসী কুঠী আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবে। আমার রাজ্যে কলহ সৃষ্টির আয়োজন করিতেছ কেন? ইহা ত সকল দেশের সুনীতি-বিরুদ্ধ ব্যবহার। তৈমুরলঙ্গের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গিরা ত এদেশে পরস্পরের মধ্যে কোন দিনই যুদ্ধকলহ উপস্থিত করে নাই। তোমরা রণোন্মুখ হইয়া থাকিলে আমি কি করিব? বাদসাহের কর্ত্তব্যপালন ও সম্মান

রক্ষার জন্য আমাকে অগত্যা সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এই ত সেদিন সন্ধি করিয়াছ—ইহারই মধ্যে আবার যুদ্ধ! মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুকাল শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল; কিন্তু যে দিন সন্ধি করিল সে দিন হইতে আর কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; করিবে বলিয়াও বোধ হয় না। ধর্ম্মশপথ পূর্ব্বক সন্ধিসংস্থাপন করিয়া জানিয়া শুনিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করা বড়ই গুরুতর অপরাধ! তোমরা সন্ধি করিয়াছ, সন্ধি পালন করিতে বাধ্য। সাবধান! যেন আমার অধিকারে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত না হয়। আমি যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে।" *

রাজধানীতে পৌঁছিয়া নবাব শুনিলেন চন্দননগর শীঘ্রই আক্রান্ত হইবে। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়াট্‌সনকে সাবধান করিয়া পুনরায় পত্র লিখিলেন। উপসংহারে লিখিত হইল—"এত অল্প দিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি! মহারাষ্ট্রদের বাইবেল নাই, কিন্তু তাহারাও সন্ধি লঙ্ঘন করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—সহসা বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ হয়,—বাইবেলের ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া, পরমেশ্বর এবং যীশুখ্রীষ্টের দোহাই দিয়া সন্ধিস্থাপন করিয়াছ, অথচ কার্য্যকালে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিতেছ না।"

যথাকালে পত্রোত্তর আসিল। ওয়াট্‌সন লিখিয়াছেন ফরাসীরা সন্ধি করিলে তিনি যুদ্ধ করিবেন না বটে, কিন্তু সন্ধিপত্রে তাহারা স্বাক্ষর করিলেও সুবাদার স্বরূপ নবাবকেও জামিন থাকিতে হইবে! বাহবা ওয়াট্‌সন!!

* Ive's Journal.—"সিরাজদ্দৌলা" হইতে গৃহীত।

ফরাসী প্রতিনিধি কলিকাতায় যাইয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মুষাবেদা স্থির হইল। সব প্রস্তুত ; কিন্তু ওয়াট্‌সন তখনও সন্ধি করিতে রাজী নহেন। ক্লাইব বার বার তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, এই সন্ধি স্বাক্ষরিত না হইলে "নবাব কি মনে করিবেন ? * * তিনি এবং সমগ্র পৃথিবীর লোক ভাবিবেন আমরা অতি তুচ্ছ, অতি হীন, আমাদের সমুচিত মানসিক বল নাই।"

সহসা ঘটনাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য আসিবার সংবাদ পৌঁছিল। তখন আর ইতস্ততঃ রহিল না। ক্লাইব দম্ভভরে বলিয়া উঠিলেন—তিনি নবাব এবং ফরাসীর সমবেত সৈন্য একা জয় করিবেন। চন্দননগর আক্রমণ করাই স্থির হইল।

ভয় দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য ওয়াট্‌সন নবাবকে লিখিলেন :—

"স্পষ্ট কথা বলিবার সময় হইয়াছে। শান্তি রক্ষা করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা করা যদি আপনার রাজধর্ম্ম হয়, তবে অদ্য হইতে ১০ দিবসের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। অন্যথাচরণ করিলে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে। আমরা কেবল সরল (?) ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখনও সরল ব্যবহার করিবার জন্য বলিতেছি যে, আমাদের অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই কলিকাতায় উপনীত হইবে, এবং আবশ্যক বুঝিত আরও জাহাজ জাহাজ ফৌজ লইয়া আসিব। ইহাদের সহায়তায় এদেশে এমন ভয়ানক সমরানল জ্বালিয়া দিব যে সমস্ত জাহ্নবীজল শুষ্ক করিয়াও আপনি তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না।

আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু যিনি জীবনে কাহারও সঙ্গে কথার অন্যথা করেন নাই (?) তিনিই যে স্বহস্তে এই পত্র লিখিতেছেন একথা যেন আপনি কদাচ বিস্মৃত না হয়েন।"

নবাব বুঝিলেন ওয়াট্‌সন ভয় দেখাইয়া ফরাসীযুদ্ধের অনুমতি চাহে। তিনি রাজা হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচারের অনুমতি দিতে পারেন না। সিরাজ ক্ষতিপূরণের টাকা সত্বর পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ফরাসীর সাহায্যার্থ হুগলির ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারের নিকট ইতিপূর্ব্বেই সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১০ই মার্চ্চ তারিখের পত্রে ওয়াট্‌সনকে লিখিলেন—"ফরাসীরাও আমার প্রজা এবং তোমাদের ভয়ে আমার শরণাগত হইয়াছে। * * তুমিই বিচার করিয়া দেখ যে পরমশত্রুও যদি শরণাগত হয় তবে তাহাকে প্রাণভিক্ষা প্রদান কর কি না? তাহার সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে তবে তুমিও তাহাকে দয়া করিয়া থাক, সরলতায় সন্দেহ হইলে পৃথক কথা। তখন যেমন বুঝিতে পার তেমন আচরণ করিয়া থাক।" * ওয়াট্‌সন রটাইয়া দিলেন নবাবের অনুমতি আসিয়াছে।

ফরাসীরা চন্দননগরের সম্মুখে ভাগীরথীগর্ভে জাহাজ গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া নিজেদের জন্য সঙ্কীর্ণ একটি মাত্র পথ খোলা রাখিয়াছিল। টেরানু নামক জনৈক ফরাসী অর্থলোভে ওয়াট্‌সনকে সে সন্ধান বলিয়া দিল। ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ সেই নির্দ্দিষ্ট পথে চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্লাইব উৎকোচদানে নন্দকুমারকে চন্দননগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

* Ive's Journal.—"সিরাজদ্দৌলা" হইতে গৃহীত।

সহসা জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়াও ফরাসীরা সহজে রণভঙ্গ দিলেন না। ৯ দিন অনবরত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া দুর্গত্যাগ করিলেন। ২৩শে মার্চ্চ চন্দননগর অধিকার হইল। ইংরাজেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইয়া গ্রাম, নগর, শস্যক্ষেত্র উৎসন্ন করিয়া ফেলিলেন।

ভীত, সর্ব্বস্ব-অপহৃত, নিরাশ্রয় ফরাসীদল নবাবের শরণাগত হইলেন। রাজ্যের রাজা শরণাগত অতিথিকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ওয়াট্‌সন প্রথমতঃ নরমভাবে ফরাসীদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইবার জন্য সিরাজদ্দৌলার নিকট চিঠি লিখিলেন। দ্বিতীয় পত্রে মাত্রা চড়াইয়া বাঁধিয়া না পাঠাইলে নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইলেন। তবুও নবাব নিরুত্তর। পরিশেষে একটু অনুনয় বিনয় করিয়া চিঠি লিখিলেন। নবাব বুঝিলেন ফরাসীদিগকে মুর্শিদাবাদে রাখিলে ইংরাজ ও নবাবসেনার "সংঘর্ষে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, প্রকৃতি-পুঞ্জ পদদলিত হইবে, রাজকর ধ্বংস হইবে, রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল হইবে।" পাত্রমিত্র গণও ইংরাজের পক্ষ হইয়া নবাবকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন।

নবাব ফরাসী-নেতা মসীয় লাকে পাটনায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। লা চক্রান্তকারীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন এসময়ে ফরাসীদিগকে রাজধানী হইতে বিদায় করিলেই ইংরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। নবাব বলিলেন,আপনারা ভাগলপুর অঞ্চলে থাকিবেন, সময় বুঝিলে আহ্বান করিব। "আমি, নিশ্চয় বলিতে পারি আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না," এই বলিয়া ফরাসী-নায়ক সাশ্রু-নয়নে বিদায় হইলেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

উদ্যোগ পর্ব্ব।

কলিকাতার শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজা মাণিকচাঁদ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। পরন্তু বিচার কালে প্রকাশ হইল তিনি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়া নবাবের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। নতুবা ইংরাজ এত সহজে কলিকাতা পুনরধিকার করিল কি প্রকারে! নবাব অপরাধীর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। অনেক কান্নাকাটি করিয়া ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দানে অবশেষে তিনি মুক্তি পাইলেন। রায়দুর্ল্লভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতি সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিলেন মাণিকচাঁদ উপলক্ষ মাত্র। এইবার নবাব প্রত্যেকের যথোচিত শাস্তি দিবেন। তাঁহারা সময় থাকিতে পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এখন সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসন আরোহণ করিয়া এমন কোন দুষ্কার্য্য করেন নাই যে জন্য তাঁহার পদচ্যুতি আবশ্যক। প্রজার প্রতি এমন কোন অত্যাচার করেন নাই যে জন্য সমগ্র দেশবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইবে। শাসন-পরিচালনে এমন কোন অক্ষমতা দেখান নাই যে জন্য রাজপরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল! জগৎশেঠের নিভৃত প্রাসাদে চক্রান্ত-

কারীগণ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা খুলিয়া বলিলেন। তদবধি প্রত্যহ নিশিযোগে ঐরূপ গুপ্তমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, ইংরাজ সাহায্যে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেনাপতি মীরজাফর খাঁ নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

সবদিক বন্দোবস্ত না হইতে একথা চাপা রাখিয়া নবাবকে তুষ্ট রাখা আবশ্যক। সুতরাং অতি সন্তর্পণে কথা চলিতে লাগিল। উমিচাঁদ ইংরাজের বন্ধু। তাঁহার সাহায্যে ইংরাজ বণিক এদেশে বাণিজ্য বিস্তারের অধিকতর সুযোগ পাইয়াছিল। কলিকাতা জয় কালে ইংরাজ উমিচাঁদের ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু তবুও উমিচাঁদ ইংরাজের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ফলতার বন্দরে পলায়িত ইংরাজদের যখন দুর্দ্দশার একশেষ, এই উমিচাঁদই তাহাদিগকে অন্নজল প্রদানে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। চন্দননগর আক্রমণের কথায় নবাব উত্যক্ত হইলে, এই উমিচাঁদ ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া ইংরাজের সততা সম্বন্ধে শপথ করিয়াছিলেন। সেই উমিচাঁদ ইংরাজের নিকট বাঙ্গালীর বিদ্রোহিতার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইংরাজ আহ্লাদে আট খানা হইয়া ফরাসীর অনুসরণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মীরজাফরকে জানান হইল ৫,০০০ নির্ভীক সৈন্যসহ ক্লাইব তাহার সঙ্গে মিলিত হইবেন; যতদিন একটি মাত্র ইংরাজ সেনা জীবিত থাকিবে ততদিন তিনি মীরজাফরের সহায়তায় পশ্চাৎপদ হইবেন না। "বলা বাহুল্য এ সময়ে ক্লাইবের আদৌ ৫,০০০ সৈন্য ছিল না। আশ্বাস দিবার সময় ক্লাইবের মুখে এইরূপ করিয়াই খই ফুটিত।"

সিরাজদ্দৌলা এ ষড়যন্ত্রের আভাস মাত্র পাইয়া ফরাসীদিগকে ভাগলপুরে বিলম্ব করিতে লিখিলেন। ইংরাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য মীরজাফরকে সসৈন্যে পলাশীতে প্রেরণ করিলেন।

মহারাষ্ট্র দেশ হইতে ইংরাজ দরবারে একখানা গুপ্তলিপি পৌঁছিয়াছে। পত্রে লিখা আছে—"জানোজীর পুত্র রঘুজীর নিকট তোমাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিলাম। সরলচিত্তে আমাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ কর। এ সময়ে কি করিলে তোমাদের উপকার হয় আমাকে জানাইও। বাজী রাওর পুত্র রঘুবাবু ঈশ্বরানুগ্রহে ১,২০,০০০ অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে তোমাদের সাহায্যার্থ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিবেন।" এই পত্রে স্বয়ং নবাবের কোন প্রকার চতুরতা আছে এইরূপ ইংরাজ সন্দেহ হইল। বন্ধুত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাহারা মুর্শিদাবাদে এই চিঠি পাঠাইয়া দিল। সরল সিরাজ ইংরাজের ব্যবহারে তুষ্ট হইলেন। পলাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য মীরজাফরের নিকট আদেশ প্রেরিত হইল।

কলিকাতার দরবারে মীরজাফরের সহিত ইংরাজের গুপ্ত সন্ধির মুষাবেদা লেখা হইয়াছে। স্থির হইল, যুদ্ধান্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১ কোটি টাকা, কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী, ইংরাজ ও আরমাণীগণ ৭০ লক্ষ টাকা, এবং উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবেন। এতদ্ব্যতীত ষড়যন্ত্রকারীদের পারিতোষিকের ভিন্ন ফর্দ্দ ধরা হইল। ইংরাজ উমিচাঁদকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে নারাজ। তাহারা অর্থলোভে এদেশে আসিয়াছে; অর্থ উপার্জ্জনই তাহাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। সহসা ৩০ লক্ষ টাকা অন্য লোকে লইয়া যাইবে ক্লাইবের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে দুই খানা সন্ধিপত্র

প্রস্তুত করিলেন। আসল খানা সাদা কাগজে, তাহাতে উমিচাঁদের নামে শূন্য পড়িল; জাল খানা লাল কাগজে, তাহাতে উমিচাঁদের নামে ৩০ লক্ষ টাকার উল্লেখ রহিল। ওয়াট্‌সন জালপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন। ক্লাইব অম্লানবদনে লুসিংটনের দ্বারা ওয়াট্‌সনের স্বাক্ষর জাল করিয়া লইলেন। এ কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিতে ক্লাইব কখনও লজ্জা বোধ করিতেন না; এরূপ ক্ষেত্রে জাল জুয়াচুরী নাকি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আবশ্যক হইলে ১০০ বার এরূপ জাল করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। * পলাশী যুদ্ধ এদেশে ইংরাজ রাজ্য স্থাপনের মূল। পলাশী যুদ্ধের সূচনাতেই চিরানুগত বিশ্বাসী বন্ধুকে প্রতারিত করিবার জন্য জাল সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল।

[ক্লাইব যেরূপ "বাপ তাড়ান মা খেদান ছেলে," অর্থলোভে ভারতবর্ষে আসিয়া স্বীয় অসংযত দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি দোষে দুই দুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন,—ইংরাজদিগকে এদেশে বাণিজ্য ব্যাপারে পুনঃস্থাপিত করিতে আদিষ্ট হইয়া, সন্ধির প্রস্তাব সত্ত্বেও, শুধু লুণ্ঠনলোভে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই,—তিনি যে টাকার জন্য এবম্বিধ জাল কার্য্য করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? উত্তরকালে এই সব অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত বিচার চলে। অবশেষে মুক্তি পাইয়া আত্মহত্যা করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। স্বদেশীয় মহাত্মাগণের স্মৃতিরক্ষণে ইংরাজ অগ্রগণ্য। সেই ইংরাজও এ পর্য্যন্ত বিশাল ভারতসাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা ব্যারণ ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই।]

* থর্ণটন কৃত History of the British Empire.

মুর্শিদাবাদের রাজকোষে এত টাকা ছিল না যদ্দারা সন্ধি লিখিত সমস্ত দাবী পরিশোধ করা যাইতে পারে। মীরজাফরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র অবলম্বন ইংরাজ। তাহারা যাহা চাহিল মীরজাফরকে বাধ্য হইয়া তাহাই স্বীকার করিতে হইল :—

"আল্লা এবং পয়গম্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি নিম্নলিখিত সন্ধির প্রস্তাব সকল আজীবন মানিয়া চলিব।—

১ম। শান্তির সময় নবাব সিরাজদ্দৌলা যে সব সন্ধিসর্ত্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি সেই সব সর্ত্ত স্বীকারে অঙ্গীকৃত রহিলাম।

২য়। ভারতবাসী হউন বা ইয়ুরোপবাসী হউন, যিনি ইংরাজের শত্রু, তিনি আমারও শত্রু।

৩য়। ভারতের স্বর্গ স্বরূপ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে ফরাসীদিগের যে যে কারখানা ও বিষয়সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় ইংরাজাধিকারে থাকিবে। পুনরায় আমি ফরাসীদিগকে ঐ তিন প্রদেশে ব্যবসায় করিতে দিবনা।

৪র্থ। নবাব কর্তৃক কলিকাতা সহরটি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজদের যাহা লোকসান হইয়াছে এবং একদল সৈন্য রাখিতে তাহাদের যাহা খরচ হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি তাহাদিগকে এক কোটি টাকা (১২,৫০,০০০ পাউণ্ড) দিব।

৫ম। কলিকাতাবাসী ইংরাজদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায় তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি পঞ্চাশলক্ষ টাকা (৬,২৫,০০০ পাউণ্ড) দিব।

৬ষ্ঠ। কলিকাতাবাসী জেণ্ট (হিন্দু), মুর (মুসলমান), এবং অন্য

বাসিন্দাদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিশলক্ষ টাকা (২,৫০,০০০ পাউণ্ড) দিব।

৭ম। কলিকাতাবাসী আরমেনিয়ানদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হওয়ায় আমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাত লক্ষ টাকা (৮৭,৫০০ পাউণ্ড) দিব। কলিকাতাবাসী ইংরাজ, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে উক্ত টাকা বিভাগ করিয়া দিবার ভার এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন, কর্ণেল ক্লাইব, রোজার ড্রেক, উইলিয়াম্‌ ওয়াট্‌স, জেমস কিলপাট্রিক, রিচার্ড বেকার, প্রভৃতি সাহেব মহোদয়গণের উপর রহিল।

৮ম। পরিখাবেষ্টিত কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত জমিদার দিগের যে সকল বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা ভিন্ন পরিখার অপর পারে ইংরাজদিগকে বার শত বর্গ হস্ত প্রমাণ জমি দান করিলাম।

৯ম। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সকল জমি আছে তাহা ইংরাজদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইল এবং তত্রস্থ কর্ম্মচারিদিগকে অদ্য হইতে ইংরাজের তাঁবে কার্য্য করিতে হইবে। অন্যান্য জমিদারদিগের ন্যায় উক্ত কোম্পানি সরকারে কর সরবরাহ করিবেন।

১০ম। যখন আমি ইংরাজদিগের সৈন্য সাহায্য লইব, তখন উক্ত সৈন্যরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিব।

১১শ। হুগলির দক্ষিণে গঙ্গার উপকূলে আমি কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিব না।

১২শ। আমি উপরোক্ত তিনটি প্রদেশের দখল-অধিকার পাইলেই উল্লিখিত টাকা ইংরাজদিগকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিব।" *

* ইংরেজের জয়।

ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত সংবাদ পাইয়া নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়াছেন। রাজানুচরগণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে তাঁহার বাটী পাহারা দিতেছে। সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইবে কি প্রকারে? অবশেষে একদিন বস্ত্রাবৃত শিবিকায় আরোহণ করিয়া কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স স্ত্রীবেশে মীরজাফরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধিপত্র উদ্‌ঘাটিত হইল। মাথায় কোরাণ লইয়া বামহস্ত পুত্র মীরণের মাথায় রাখিয়া মীরজাফর লিখিলেন—"আমি আল্লা এবং পয়গম্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণপাত পর্য্যন্ত সন্ধির সর্ত্ত পালনে শপথ করিতেছি।" [লোকে বলে এ বিশ্বাসঘাতকতায় মীরজাফরের পাপহস্ত কুষ্ঠ রোগে গলিত হইয়াছিল এবং পুত্র মীরণ বিনামেঘে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ক্লাইবের আত্মহত্যায় ইংলণ্ডের লোক বলিল, ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ড তাহার পাপ জীবনের অবসান করিয়াছে।]

উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ প্রতিভূ স্বরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। নানা কারণে সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। এ সংবাদে কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স একদিন সান্ধ্যভ্রমণের ভাণ করিয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলেন। নবাব বুঝিলেন আবার যুদ্ধ বাধিল। এক বৎসরের ঘাত প্রতিঘাতে নবাবের মন একটু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিষের ছুরী। কোন দিকে চাহিবেন, কাহাকে বিশ্বাস করিবেন? নিতান্ত অনুগত বন্ধুকেও সময় সময় শত্রুজ্ঞান হইত। যাহার উপর গুরু কার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

আলিনগরের সন্ধি পালন জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়া-

ছিল। ইংরাজের দোষে সে সন্ধিও ভঙ্গ হইল দেখিয়া সিরাজ ওয়াট্‌সনের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন।

১৩ই জুন [২৫ শে রমজান] ১৭৫৭।

"সন্ধির সর্ত্ত এবং আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি ওয়াট্‌সকে প্রায় সবই দিয়াছি। যৎসামান্য বাকী আছে। মাণিকচাঁদের ব্যাপারও প্রায় মীমাংসা হইয়াছে। তথাপিও কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স ও তাহার সহচরগণ উদ্যান ভ্রমণের ছল করিয়া রজনীযোগে পলায়ন করিয়াছে। ইহা প্রবঞ্চনার স্পষ্ট লক্ষণ এবং তোমাদের সন্ধিভঙ্গ-উদ্দেশ্যের স্পষ্টতর পরিচয়। আমি স্থির বুঝিয়াছি তোমার অজ্ঞাতসারে বা তোমার আদেশ ব্যতীত এই কার্য্য সংঘটিত হয় নাই। এরূপ ঘটিবে আমি পূর্ব্বেই আশঙ্কা করিয়াছিলাম ; বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে পলাশী হইতে সৈন্য ফিরাইয়া আনিতেও অনিচ্ছুক ছিলাম। আল্লাকে ধন্যবাদ আমাদ্বারা সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই। আল্লা এবং পয়গম্বরকে সাক্ষী করিয়া সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, যিনি প্রথমে তাহার অন্যথা করিলেন সন্ধিভঙ্গের ন্যায্যশাস্তি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে।"

৬৫০ গোরা পদাতিক, ১৫০ গোলন্দাজ, ২,১০০ কালা সিপাহী, কয়েকজন পর্ত্তুগীজ, প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ কিঞ্চিদধিক ৩,০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি ক্লাইব ১৩ই জুন যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নন্দকুমারের পরিচয় পাইয়া নবাব হুগলিতে নূতন ফৌজদার পাঠাইয়া ছিলেন। ইনিও ইংরাজের ২০ খানি যুদ্ধতরণী দেখিয়া, ক্লাইবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া (এবং উমিচাঁদের মারফতে কিঞ্চিৎ * * পাইয়া ?) রণভঙ্গ দিলেন। বিনারক্তপাতে হুগলি অধিকার করিয়া ইংরাজ আরও উত্তরে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। ১৮ই জুন প্রাতে মেজর কূট ৫০০ সৈন্য লইয়া কাটোয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। প্রচুর পরিমাণ চাউল হস্তগত হইল। দুর্গাধিপতি যুদ্ধে পরাস্ত হন নাই, অর্থের মোহন বাণে পরাভূত হইবারই বিশেষ কারণ দেখা যায়।

তিন দিন যাবৎ মীরজাফরের কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই, তাই কাটোয়া দুর্গেই আপাততঃ শিবির স্থাপন করা হইল। ২০শে তারিখ মীরজাফরের চিঠি পাওয়া গেল বটে কিন্তু তাহাতে ক্লাইবের সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি সিরাজের প্রতিপক্ষ বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা প্রার্থনা করিয়া, মীরজাফরের পত্রোত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলাও যুদ্ধার্থে অপ্রস্তুত নহেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই নিজ অস্ত্রাগারে ইংরাজের অনুকরণে অথচ উৎকৃষ্টতর ২০টি কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ সৈন্যেরও তাঁহার অভাব নাই। কিন্তু উপযুক্ত সেনাপতি কোথায়? মীরমদন-মোহনলাল চিরদিনের বিশ্বস্ত, তাহাদিগকে সেনাপতি পদে বরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু চক্রান্তকারী মন্ত্রীগণের প্ররোচনায় সৈন্যদল ইহাদের আদেশ মান্য করিয়া চলিবে কিনা সন্দেহ। বিপদ আসন্ন। তিনি অগত্যা মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রাণভয়ে আসিলেন না।

সেনাপতি ক্লাইব।

বীর মোহনলাল।

পলাশী লীলা।

—o—
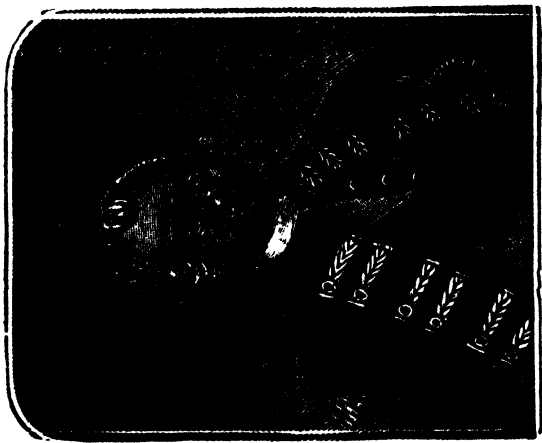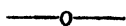
১৫ই জুন বুধবার দীনবেশে নবাব স্বয়ং মীরজাফরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। "ঈশ্বরের নামে, মহম্মদের নামে, আলিবর্দ্দীর বংশমর্য্যাদার দোহাই দিয়া মীরজাফরকে ফিরিঙ্গীর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য বার বার উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। * * তখন আবার কোরাণ আসিল। আবার মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মাথায় লইয়া অন্নদাতা মুসলমান নরপতির নিকট মুসলমান সেনাপতি জানুপাতিয়া শপথ করিলেন:—ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে, ধর্ম্ম-শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যাবজ্জীবন মুসলমান সিংহাসন রক্ষা করিব, প্রাণ থাকিতে বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিব না।" সরলবিশ্বাস সিরাজদ্দৌলা তুষ্ট মনে বিদায় হইলেন। ফরাসী বন্ধুত্যাগে তিনি প্রথমবার ভুল করিয়াছিলেন, রাজদ্রোহীর মিথ্যা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আবার একটি গুরুতর ভুল করিলেন।

সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হইল। তাহারা পূর্ব্ব বেতন না পাইলে রণসজ্জা করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। সিরাজ বুঝিলেন একার্য্যেও বিদ্রোহীর কৌশল আছে। বেতন বুঝাইয়া দিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিতে তিন দিন সময় কাটিয়া গেল। পুরীরক্ষার্থ অল্প মাত্র সেনা রাখিয়া নবাব কথঞ্চিৎ নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ক্লাইব কাটোয়া দুর্গে আশাপথে চাহিয়া রহিয়াছেন। কখন মীরজাফরের আশ্বাসবাক্য আসিবে ইহাই তাঁহার প্রধানতম চিন্তার বিষয়। এদিকে মীরজাফর কিন্তু নবাবের ভয়ে আর সহজে গুপ্ত-লিপি পাঠাইতে পারেন না। কোথায় কখন যুদ্ধ হইবে, মীরজাফর কি ভাবে যোগদান করিবেন, এসব সংবাদ সঠিক না জানিয়া ইংরাজ সেনাপতি অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক। ২১শে তারিখ মঙ্গলবার সামরিক সভা আহ্বান করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"সেনাদল কি এখনই সাহসে নির্ভর করিয়া নবাবসৈন্য আক্রমণ করিবে, না সাহায্যার্থ মহারাষ্ট্রদিগকে বঙ্গদেশে আহ্বান করিয়া, কাটোয়া দুর্গে হস্তগত প্রচুর চাউলে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবে? আমার মতে যেখানে আছি সেখানেই থাকি, আপনাদের মতামত কি?" সভার অধিকাংশ সভ্য সেনাপতির মতে মত দিলেন। যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রহিল।

২২শে জুন মীরজাফরের পত্র পাইয়া সেনাপতির হৃদয়ে শৌর্য্য-বীর্য্যের আবির্ভাব হইল। অপরাহ্ন ৫টার সময় নদী অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ-বাহিনী রণযাত্রা করিল। রজনীর অন্ধকারে, আষাঢ়ের অবিরল বৃষ্টি মাথায় করিয়া, পথশ্রান্ত ইংরাজ-সৈন্য মীরজাফরের সঙ্কেতমত পলাশীর আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিল।

পলাশীর মাঠ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে পলাশী নামক গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। এই প্রান্তর উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘে ৪ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রস্থে ২ মাইল পরিমাণ হইবে। ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সচ্ছসলিলা ভাগীরথী আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিতা। ভাগীরথীর অনতিদূরে একটি বিস্তৃত আম্রকানন। লক্ষ বৃক্ষে সুশোভিত

ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল লক্ষবাগ। এই আম্রকানন অনুমান ১৬ শত হস্ত দীর্ঘ এবং ৬ শত হস্ত প্রশস্ত। চারিদিকে একটি খাদ এবং সামান্য উচু একটি বাঁধ। এই কাননের পশ্চিম-উত্তরে নদীতীরে নবাবের একটি মৃগয়ামঞ্চ ছিল। আম্রকাননে শিবির স্থাপন করিয়া, তাহার উত্তর দিকে মৃগয়ামঞ্চের পূর্ব্ব হইতে তাহার সহিত সমরেখ রাখিয়া, ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের সম্মুখে একটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া কামান রাখা হইল।

"লক্ষবাগের উত্তরে নদীর অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁকের পার্শ্বে রায়দুর্ল্লভ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিবিরের দক্ষিণ দিকের পরিখা হইতে কুঞ্জের ব্যবধান বড় অধিকদূরে ছিলনা। উক্ত পরিখা দক্ষিণদিকে ভাগীরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বমুখে ৪ শত হস্ত পর্য্যন্ত গমন করে, পরে উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ৩ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়! ভাগীরথী বেষ্টিত উপদ্বীপটি এই পরিখার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। নবাব উপস্থিত হইলে, তাঁহার সমস্ত সৈন্য এই পরিখার মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। পরিখার সম্মুখে একটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কামান সকল স্থাপিত করা হয়। পরিখার বাহিরে ও বুরুজ হইতে প্রায় ৬ শত হস্ত পূর্ব্বে একটি পাহাড়ী বা উচ্চভূমি জঙ্গলাবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল; পাহাড়ী ও বুরুজ হইতে ১৬ শত হস্ত দক্ষিণে একটি ছোট পুষ্করিণী, এবং তাহা হইতে ২শত হস্ত আরও দক্ষিণে কুঞ্জের নিকটে একটি অপেক্ষাকৃত বড় পুষ্করিণী আপনাদিগের অনতি-উচ্চ পাহাড়ী বেষ্টিত হইয়া প্রান্তরবক্ষে বিরাজিত ছিল। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে নবাবসৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া কুঞ্জাভিমুখে যাত্রা

করিয়া সমস্ত প্রান্তর ঘেরিয়া দণ্ডায়মান হইল। সিনফ্রে বা সেণ্ট ফ্রায়াস নামে একজন ফরাসী গোলন্দাজ সেনাপতির অধীন কতিপয় ফরাসী সৈন্তের সহিত নবাব সৈন্তের কতক অংশ আম্রকুঞ্জের সন্নিহিত বড় পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের পশ্চাতে মীরমদন, ও মীরমদনের পশ্চাতে মোহনলাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে জঙ্গলাবৃত পাহাড়ীর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আম্রকুঞ্জ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রায় পলাশী গ্রাম পর্য্যন্ত নবাব সৈন্য রায়দুর্ল্লভ, ইয়ার লতিফ ও মীরজাফরের অধীন সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল। রায়দুর্ল্লভ উত্তর-পশ্চিমদিকে পাহাড়ীর নিকটে, ইয়ার লতিফ মধ্যভাগে, এবং মীরজাফর দক্ষিণ-পশ্চিমে কুঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পলাশী গ্রাম হইতে অল্প ব্যবধানে সমরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।" *

বেলা ৮টার সময় মীরমদন গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার যুদ্ধে ১০ জন গোরা ও ২০ জন সিপাহী হত হইল, কিন্তু ইংরাজের কামান-গোলায় নবাব পক্ষের একটি লোকও আহত হইল না। মীর-মদনের অল্পমাত্র সেনার যুদ্ধকৌশল দেখিয়া ক্লাইব স্তম্ভিত হইলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করিতে আর তাঁহার সাহস হইল না। পশ্চাৎ হটিয়া আত্মরক্ষার্থ আম্রকাননে আশ্রয় লইতে সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। শত্রুসেনা পশ্চাৎপদ হইতেছে দেখিয়া মীরমদন আরও অগ্রসর হইয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর, রায়দুর্ল্লভ এবং ইয়ার লতিফ নিশ্চল, নির্ব্বাক!

* মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

তখন যুদ্ধভয়ে ভীত, সন্ত্রাসিত বীরকেশরী ক্লাইব রোষকষায়িত-নেত্রে উমিচাঁদকে বলিলেন—"তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে কথা ছিল যে একটা যৎসামান্য যুদ্ধ হইলেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; সিরাজসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন করিবে না। এখন যে সকল কথাই বিপরীত হইতেছে। উমিচাঁদ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা মীরমদন এবং মোহনলালের সেনাদল; তাহারাই কেবল প্রভুভক্ত; তাহাদিগকে কায়ক্লেশে পরাজয় করিতে পারিলেই হয়। অন্যান্য সেনানায়কগণ কেহই অস্ত্র চালনা করিবে না।" বেলা ১১টার সময় ক্লাইব দামামা বাজাইয়া সেনানায়কদিগকে আহ্বান করিয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থির হইল, সমস্ত দিন আম্রবনে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নবাব-শিবির আক্রমণ করা হইবে। বাহবা, সেনাপতি ক্লাইব! তুমি এ বীরবিক্রমেই নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলে? তোমার স্বদেশবাসী জনৈক আত্মদর্পী এ বীরপণার জন্যই কি তোমার স্মৃতিরক্ষা করিতে চাহেন?

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় মীরমদনের বারুদ ভিজিয়া গেল। সাজ সরঞ্জাম স্থির করিয়া তিনি পুনরায় অধিকতর বিক্রমের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে শত্রুর একটি গোলা সহসা তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিল। মীরমদনকে তৎক্ষণাৎ নবাব শিবিরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া মোহনলাল সেনা চালনার ভার লইলেন।

মীরমদনের দুর্দ্দশা দেখিয়া সিরাজ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে দুর্দমনীয় মানসিক তেজ বাল্যে প্রতি মহারাষ্ট্র যুদ্ধে, কৈশোরে পাটনা

অবরোধে, যৌবনে কলিকাতা জয়ে, নবাবগঞ্জের যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁহাকে বীরবিক্রমে উৎসাহিত করিয়াছিল, আজ তাহা সহসা হীনপ্রভ হইয়া গেল। মীরমদন বলিলেন—"নবাব আর কি দেখিতেছেন! দেহে শক্তি থাকিতে এ দাস রণে ভঙ্গ দেয় নাই। বড় দুঃখ আজকার যুদ্ধ শেষ করিয়া মরিতে পারিলাম না। সেনাপতিগণ বিদ্রোহী, মোহনলাল আর কতক্ষণ একা শত্রুর গতিরোধ করিবে।" দেখিতে দেখিতে সিরাজের সম্মুখেই মীরমদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বীর মৃত্যুর ক্রোড়েও যেন নবাবকে অস্ফুটধ্বনিতে সতর্ক হইতে বলিতেছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন এখন একমাত্র ভরসা মীরজাফর। তাহাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে পারিলে রণজয় হইতে পারে। নবাব মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিয়া রাজমুকুট তাহারই পদপ্রান্তে রাখিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—"যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি ভিন্ন এ রাজমুকুট রক্ষা করেন এমন কেহ নাই; মাতামহ জীবিত নাই, তুমিই এখন তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছ। মীরজাফর! আলিবর্দ্দীর পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম রক্ষা কর, বঙ্গ-সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর। আমাকে তোমাদের অনুপযুক্ত রাজা বলিয়া মনে হইলে, আমায় দূর করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তি বরণ করিও। কিন্তু আজ বিদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা কর,—আমার জীবন রক্ষা কর।"

মীরজাফর।—অবশ্যই শত্রুজয় হইবে। আজ বেলা অবসানপ্রায়। সিপাহীরা রণক্লান্ত, এখন শিবিরে যাইয়া বিশ্রাম করুক। কল্য প্রাতে যুদ্ধ করিব।

সিরাজ।—যদি নিশাকালে ইংরাজেরা শিবির আক্রমণ করে?

মীরজাফর।—আমরা রহিয়াছি কেন?

সিরাজ।—তবে সৈন্যগণ আজ্ঞকার মত শিবিরে গমন করুক।

মোহনলাল প্রথমতঃ যুদ্ধভঙ্গ দিতে অস্বীকার করিলেন। মীরজাফর আবার হুকুম পাঠাইলেন "ক্ষান্ত হও, শিবিরে ফিরিয়া যাও।" মোহনলাল সামান্য সেনানায়ক মাত্র, রণক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি শিবিরোন্মুখ হইলেন। মীরজাফর ইতিমধ্যেই শত্রু শিবিরে এ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সঙ্কেত বুঝিয়া ইংরাজ সৈন্য আম্রবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইল। সেনাপতি ক্লাইব শিবিরাভ্যন্তরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনিও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্রিটিশ বাহিনী শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। মোহনলাল ও সিনফ্রেঁ অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের অধীনস্থ ক্ষুদ্র সেনাদলও প্রাণপণে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইল। অন্যান্য সিপাহীরা কিন্তু ইংরাজদিগকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

নবাব দেখিলেন এ বিপুল বাহিনীর মধ্যে অতি অল্প সেনা তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অধিকাংশই বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছে। ভাবিলেন, এখানে অনর্থক বিলম্ব করিয়া শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্বাসী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার ভাগ্য পরীক্ষা করা ভাল। তিনি মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজবল্লভ সেইখানে ছিলেন, তিনি সাগ্রহে নবাবের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। পথিমধ্যে আত্মরক্ষার্থ

২,০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া সিরাজদ্দৌলা দিবাবসানে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গজারোহণে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

বেলা ৫টা পর্য্যন্ত মোহনলাল ও সিনফ্রে অক্লান্ত যুদ্ধ করিয়া যখন দেখিলেন আর যুদ্ধোদ্যম বৃথা, ক্রমশঃই তাঁহারা হীনবল হইয়া পড়িতেছেন, মীরজাফর প্রভৃতি সসৈন্যে ইংরাজের সহিত যোগদান করিতে অগ্রসর,—তখন রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আশা রহিল যদি বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহেন তবে আর এক দিন ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

"যখন চক্রীর চক্রান্তে নবাব-সৈন্য যুদ্ধোদ্যমে নিরস্ত রহিল, যখন বিশ্বাসঘাতকের প্ররোচনায় নবাব রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, যখন বিদ্রোহীর সঙ্কেতে সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল,—তখন, তখনমাত্র, ক্লাইব নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন। পলাশীক্ষেত্রে জেতা-বিজিত নির্দ্ধারিত হইলেও, পলাশীযুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।"—কর্ণেল মলিসন।

নবাবের শূন্য পটমণ্ডপ অধিকার করিয়া ক্লাইব জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। ইংরাজের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। পলাশী লীলার অবসান হইল।
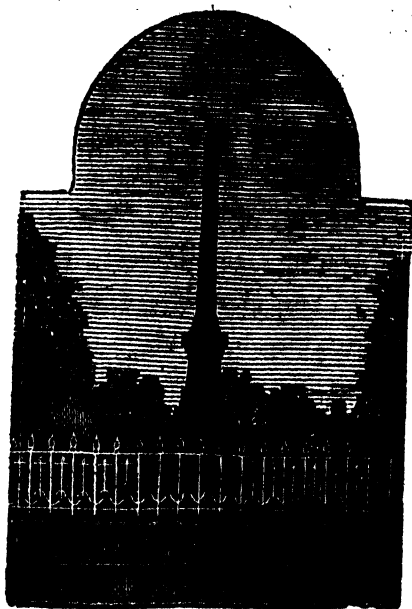
পলাশীর জয়স্তম্ভ।

"Yes! As a victory, Plassey was, in its consequences perhaps the greatest ever gained. But as a battle, it is not, in my opinion, a matter to be very proud of. In the first place it was not a fair fight. Who can doubt that if the three principal generals of Siraj-ud-dowla had been faithful to their master, Plassey would not have been won?"—Malleson's "Decisive Battles in India."

শেষ কথা।

২৪শে জুন শুক্রবার প্রাতে সিরাজদ্দৌলা হীরাঝিলের রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজয় বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কাল যাঁহাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়াছে, ঘটনার বৈপরীত্যে তাঁহার পতনে আজ নিতান্ত আত্মীয়েরাও সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক! তিনি আপন শ্বশুর মহম্মদ ইরিচ খাঁকে যুদ্ধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্বশুর অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পাটনায় পৌঁছাইয়া দিতে পারে অন্ততঃ এমন কতক শরীর-রক্ষক সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দিতে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন। তাহাও অস্বীকার করিয়া শ্বশুর পুঙ্গব সটান মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। বিপৎকালে জামাতার কাতর বাক্যে শ্বশুরের মন গলিল না।

কথায় কোন কার্য্য সিদ্ধির উপায় হইল না দেখিয়া, সিরাজ অর্থ বিনিময়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুপ্ত রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া সৈন্য সংগ্রহার্থ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত বহুসৈন্য প্রাণপণে সিংহাসন রক্ষা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিল। কিন্তু কার্য্যকালে কেহই আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। সেনাদল মীরজাফরের অনুগত।

সিরাজদ্দৌলা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন এ দুঃসময়ে তাঁহার

দুইটি মাত্র প্রকৃত বন্ধু আছেন। এক ফরাসীবীর মসীয় লা, দ্বিতীয় পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ। একবার কোন প্রকারে রাজমহালে পৌঁছিতে পারিলে মসীয় লার সহায়তায় পাটনা যাইতে পারিবেন। পাটনায় পৌঁছিলে প্রভুভক্ত রাম নারায়ণের সেনাদল সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিবেন।

ক্ষুণ্ণমনে সিরাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। একাকী ছদ্মবেশে রাজমহাল যাইবার কথা মাতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। উপায়ান্তর নাই, মা সম্মতি না দিয়া আর কি করিবেন? পত্নী লুৎফউন্নিসা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি এ বিপদে তাঁহাকে একা দূরদেশে যাইতে দিবেন না। সিরাজদ্দৌলা দীনবেশে একজন মাত্র বিশ্বাসী অনুচর, প্রিয়তমা লুৎফউন্নিসা ও চারি বৎসরের একটি শিশু কন্যা সহ সেই রাত্রিতেই রাজভবন ত্যাগ করিলেন। মানুষ যেমন বিপৎকালে এক আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করে, সিরাজও তদ্রূপ সমস্ত আশাভরসা পলাশীর ভাগীরথী জলে বিসর্জ্জন দিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে আশ্রয়ান্তর গ্রহণে ধাবমান হইলেন।

সোজাপথে রাজমহালে গেলে পথিমধ্যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা। শত্রু-সৈন্য নিশ্চয়ই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। তিনি স্থির করিলেন পদ্মা অতিক্রম করিয়া মহানন্দা উজান বাহিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইবেন। রাজমহালের নিকট কালিন্দী নামে গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া মালদহের নিকট মহানন্দায় মিলিত হইয়াছে। তিনি সেই কালিন্দী অবলম্বনে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া, অনায়াসে শত্রুর লক্ষ্য ভেদ করিয়া ফরাসীর সহিত মিলিত হইতে পারিবেন।

"সেই ভীষণ দ্বিপ্রহর রজনীতে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি ও অধীশ্বরী সামান্য যানে আরোহণ করিয়া রাজধানী ছাড়িয়া চলিলেন। নৈশান্ধকার তাঁহাদের মুখে আবরণ প্রদান করিল, মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও পেচকের ভীষণ শব্দ তাঁহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে, নিকটে কোনও শব্দ শুনিলে মীরজাফরের চর বলিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রমশঃ ভগবান গোলার দিকে অগ্রসর হইলেন। যতই গমন করেন, সিরাজ ততই চঞ্চল হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ লুৎফউন্নিসার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দেবহৃদয়া নিজে কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব না করিয়া প্রাণপণে স্বামীর কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবতী হইলেন।

"রাত্রি প্রভাত হইল। নিদাঘের তপন আপনার প্রখর কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে দেখা দিলেন। ক্রমে রৌদ্রে ও রৌদ্রতপ্ত ধূলিতে সিরাজের কমনীয় মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। স্বেদজলে ললাট ও গণ্ডস্থল অবিরত সিক্ত হইতে লাগিল। লুৎফউন্নিসা ক্রমাগত রুমাল ব্যজন করিয়া স্বামীর সে কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন। নিজের শরীর সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি কিসে স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহারা ভগবান গোলায় উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে নৌকারোহণে রাজমহাল অভিমুখে যাত্রা করেন।

"পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া চিরসুখী সিরাজের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সেই দেবহৃদয়া তাহাতে বিচলিতা হইলেন না। তিনি নিজে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে গমন করিতে

লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গ আসিয়া সেই ক্ষীণকলেবরা তরণীকে রসাতলগামিনী করিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং সিরাজ জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভীত ও চকিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু লুৎফউন্নিসা তাঁহাকে শান্ত করিয়া সলিলসিক্ত স্বামীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুছাইতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে নিদাঘের বৃষ্টি সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল, লুৎফউন্নিসা সিরাজকে আচ্ছাদন করিয়া তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন। সঙ্গে একটি ৩।৪ বৎসরের বালিকা কন্যা। সিরাজ এক একবার তাহার দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া আকুল হন, পাছে তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন পদ্মার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়, কিন্তু লুৎফউন্নিসা তাহার প্রতিও তাদৃশ যত্ন না লইয়া স্বামীর কষ্ট নিবারণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপ তিনদিন তিনরাত্রি অনাহারে কাটাইয়া তাঁহারা রাজমহালের নিকট উপস্থিত হন।" *

মীরজাফর সসৈন্যে হীরাঝিলে পৌঁছিয়া বেগমমণ্ডলী কারারুদ্ধ করিলেন। মোহনলাল যুদ্ধে আহত হইয়াও সিরাজের প্রাণরক্ষার্থ ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। বিহার যাত্রার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান গোলার দিকে ধাবিত হইলেন; কিন্তু অধিকদূর যাইতে না যাইতেই বন্দী হইয়া তিনিও কারানিক্ষিপ্ত হইলেন। রায়দুর্ল্লভের হস্তে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। সেনাদল পলায়নপর সিরাজকে ধরিবার জন্য রাজমহালের পথ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল। কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না।

"অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।" বিপন্ন সিরাজের

* মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

অদৃষ্টে সত্যসত্যই তাহা ঘটিল। তিনি দ্রুতগতিতে কালিন্দী বাহিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়াছেন; গঙ্গা অনতিদূরবর্ত্তী। সহসা তাঁহার গতি-রোধ হইল। দেখিলেন নদীমুখ শুষ্ক। এই নাজিরপুরের মোহনা অতিক্রম করিতে পারিলেই তিনি গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। সিরাজ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আহার্য্যের জন্য নিকটস্থ মসজিদে গমন করিলেন। মীরজাফরের আজ্ঞাক্রমে মীরকাশিম সর্ব্বত্রই সিরাজ-দ্দৌলার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। পল্লীবাসিগণ অতিথির পায়ে বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া সন্দেহবশে মীরকাশিমের নিকট সংবাদ দিল। বলা বাহুল্য পলায়ন সময় বেশভূষা পরিবর্ত্তন কালে ভুল বশতঃ নবাবী পাদুকা জোড়া পরিত্যাগ করা হয় নাই।

সিরাজদ্দৌলা মসজিদ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া নৌকায় আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময় মীরকাশিম সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক বন্দী করিয়া ফেলিলেন। মীরকাশিম বেগমের বহুমূল্য অলঙ্কার হস্তগত করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ নৌকা লুট করিল। ফরাসীবীর মসীয় লা এমন সময়ে তিন ঘণ্টার পথ মাত্র দূরে ছিলেন। তিনি পাটনা হইতে সৈন্য লইয়া সিরাজের সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন।

তারপর? তার পর আর কি বলিব। মুর্শিদাবাদে এই সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র মীরজাফর বন্দীকে আনিতে পুত্র মীরণকে পাঠাইলেন। অনুচর বর্গের নির্য্যাতনে পথিমধ্যে সিরাজের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। লুৎফউন্নিসাও পাপিষ্ঠদের হস্তে কম উৎপীড়ন সহ্য করেন নাই। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নরপতি, প্রবল পরাক্রান্ত, ন্যায়পর, ধর্ম্মভীরু,

বীরশ্রেষ্ঠ সিরাজদ্দৌলা ৩রা জুলাই বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। নাগরিকগণ এবং সৈন্যদল এই কয়দিনে সিরাজের অভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল।

দস্যুতস্করের ন্যায় শৃঙ্খলিত সিরাজদ্দৌলা মীরজাফর সমীপে নীত হইলেন। তাঁহার এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া মীরজাফরের প্রাণেও আঘাত লাগিল। না লাগিবেই বা কেন? মীরজাফরের মানসম্ভ্রম পদবৃদ্ধি সবই আলিবর্দ্দীর অনুগ্রহে। আলিবর্দ্দী মৃত্যুকালে স্নেহের সর্ব্বস্ব সিরাজদ্দৌলাকে যে তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন! তিনি বন্দীকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রণাসভা আহুত হইল। বহুবিধ তর্কবিতর্কের পর সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করাই যুক্তিযুক্ত স্থির হইল। ক্লাইব তখন হীরাঝিলে অবস্থান করিতেছিলেন, মন্ত্রণাসভায় তাঁহাকে যে আহ্বান করা হয় নাই এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "রিয়াজ-উস-সালতিন" গ্রন্থেও স্পষ্ট লিখিত আছে—"ইংরাজ নায়কগণ এবং জগৎশেঠের প্ররোচনায় সিরাজকে হত্যা করা হইয়াছিল।" যুদ্ধান্তে প্রথম সাক্ষাৎ কালেই ক্লাইব মিরজাফরকে সত্বর মুর্শিদাবাদ যাইয়া সিরাজদ্দৌলাকে বন্দী করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার সেই ক্লাইবের উপদেশেই যে এ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন না হইল, এমন কথা কে বলিবে?

সেই রাত্রির জন্য মীরজাফরের জাফরাগঞ্জের বাটীতে একটি নিভৃত কক্ষে সিরাজকে আবদ্ধ রাখা হইল। যুবরাজ মীরণের উপর হত্যাভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি যাহাকে এ কার্য্য সাধন করিতে বলিলেন

সে-ই অস্বীকার করিল। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামে এক দুরাচার অর্থলোভে শানিত তরবারি হস্তে লইল। এই হতভাগ্য শৈশবাবধি আলিবর্দ্দী ও সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে; সিরাজের মাতামহী স্নেহবশতঃ তাহার বিবাহ দিয়া জীবননির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কৃতঘ্ন প্রতিপালকের প্রাণনাশ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে মহম্মদীবেগ কারাগৃহে প্রবেশ করিল।

সিরাজ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কে? মহম্মদী বেগ! তুমি, তুমি! তুমিই কি অবশেষে আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ? কেন? কেন? কেন? ইহারা কি আমাকে বহুবিস্তৃত জন্মভূমির নিভৃত নিকেতনে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিল না?" *

পরক্ষণেই চিত্তপরিবর্ত্তন ঘটিল। সিরাজ বলিয়া উঠিলেন—"না আমি বাঁচিতে পারি না। তাহা কদাচ হইতে পারে না। আর কোন অপরাধে না হউক হোসেন কুলী! তোমাকে যে নিধন করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এ জীবনের অবসান হউক।" †

মুসলমান সন্তান, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও আল্লার নাম ভুলিলেন না। মহম্মদী বেগকে বলিলেন—"আইস—রহ রহ—জল দাও। একবার অন্তিমের দেবতার নিকট এ জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া লই।" ‡

---

* ষ্টুয়ার্ট কৃত History of Bengal.
† অর্ম্মি কৃত Hindustan, ii,184.
‡ মুতক্ষরীণ।
—"সিরাজদ্দৌলা" হইতে গৃহীত।

প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই মহম্মদী বেগ উপর্য্যুপরি তরবারি আঘাত করিতে লাগিল।—"আর না—আর না—আর না, হোসেন-কুলী! তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক!" * জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

"আর যে দোষেই দোষী হউন না কেন, সিরাজদ্দৌলা রাজদ্রোহী বা দেশদ্রোহী ছিলেন না। ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার করিলেও, কোন নিরপেক্ষ ইংরাজপুরুষ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে সম্মান-শিখরে ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজদ্দৌলার আসন অনেক উচ্চে। এই (পলাশী-লীলা) বিয়োগান্ত অভিনয়ের প্রধান প্রধান অভিনেতার মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করেন নাই।" †

হতভাগ্য সিরাজের খণ্ড বিখণ্ডিত দেহ হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করা হইল। মীরজাফরের অনুগত বিদ্রোহীদল অনবরত কোলাহল করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল। সে কলরব কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনী বেশে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সকরুণ আর্ত্তনাদে হস্তির পশুপ্রাণও বিগলিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। জননী পুত্রের শবদেহ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক বারবার চুম্বন

* ষ্টুয়ার্ট কৃত History of Bengal.

† কর্ণেল মলিসন কৃত Decisive Battles in India.

করিতে লাগিলেন। এই শোকাবহ দৃশ্যে বিদ্রোহীদের পাষাণ নয়নও ক্ষণকালের জন্য অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া আমিনা বেগমকে বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করিল। নগর প্রদক্ষিণ শেষ হইলে মৃতদেহ খোসবাগে আলিবর্দ্দী খাঁর সমাধিপার্শ্বে সমাহিত হইল।

বিদ্রোহীর রক্তপিপাসা এখানেই পরিতৃপ্ত হইল না। সিংহাসনপথ নিষ্কণ্টক হওয়া চাই, নতুবা মীরণের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইবে কিনা কে বলিতে পারে? সিরাজের অন্তঃপুরস্থা রমণীগণ যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার সহিত কারারুদ্ধা হইলেন। পরে রাজাদেশে আলিবর্দ্দী-বেগম, ঘসেটী, আমিনা এবং লুৎফউন্নিসা তাঁহার চারি বৎসরের কন্যাসহ-ঢাকায় নির্ব্বাসিতা হইলেন। ঢাকায় তাঁহাদিগকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। মীরণের অনুচরবর্গের হস্তে তাঁহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। অবশেষে তাহারা একদিন নদীভ্রমণচ্ছলে ঘসেটী ও আমিনাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। বিপন্না রমণীদ্বয় উদ্বন্ধন মৃত্যুভয়ে মনের আবেগে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—"রে নিষ্ঠুর মীরণ! তোর যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।" সে অভিসম্পাত হাতে হাতে ফলিয়াছিল।

মীরণের আকাঙ্ক্ষাপথে কণ্টক রহিল আর একটি মাত্র। যখন কৌশলক্রমে একটির পর একটি করিয়া সিরাজ-পরিজন হত্যা বা অবরুদ্ধ করিতে পারিয়াছে, সে কণ্টকটিই বা দূরীভূত না করিবে কেন? কিন্তু এবার যে নৃশংস উপায় অবলম্বিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে এই দেড়শত বৎসর পরে আজও যেন নয়ন হইতে অশ্রুধারা

নিপতিত হয়। সিরাজদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিরজামেহেদী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। এই কারারুদ্ধ নির্দ্দোষ বালককে হত্যা করা সহজ-সাধ্য। মীরণ কিন্তু এই নৃশংস কার্য্যে আপনার পাষণ্ডত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইল। মীরণের অনুচরবর্গ বালকের দুই পার্শ্বে দুইখানি তক্তা বিন্যাস করিয়া সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা দেহ বেষ্টন করিয়া ক্রমাগত তক্তাদ্বয় চাপিতে থাকিল। হতভাগ্য বালকের আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইল। দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিয়া মিরজামেহেদী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৃদ্ধা আলিবর্দ্দী-বেগম এবং কন্যাসহ লুৎফউন্নিসার প্রাণনাশেও মীরণ কৃতসংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু মীরজাফর সে পাপকার্য্যে অনুমোদন করেন নাই। কয়েক বৎসর পরে, কতিপয় সহৃদয় ইংরাজপুরুষের সহায়তায়, তাঁহারা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আনীতা হইলেন। উপর্য্যুপরি শোকভার বহন করিয়া বৃদ্ধা অধিক দিন জীবিতা রহিলেন না। কিছুকাল পরেই খোসবাগে স্বামীর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লুৎফউন্নিসার ভরণপোষণের জন্য ১,০০০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত হইল।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রাচীর বেষ্টিত এবং নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে পরিশোভিত একটি বিস্তৃত সমাধিভূমি আছে; নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ তাঁহার জননীর সমাধির জন্য এই খোসবাগ উদ্যান বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ভাণ্ডারদহ ও নবাবগঞ্জ গ্রামের উপসত্ব হইতে মাসিক ৩০৫৲ ঐ সমাধিভূমি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নির্দ্দেশ করিয়া যান। আলিবর্দ্দী, সিরাজদ্দৌলা এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ এইখানে সমাহিত

রহিয়াছেন। * কর্ত্তৃপক্ষের আদেশক্রমে লুৎফউন্নিসা সানন্দে খোসবাগের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিলেন।

প্রিয়তম পতির সমাধিভবন আলোকিত করিয়া, সমগ্র খোসবাগের শ্মশানভূমি করুণ বিলাপে মুখরিত করিয়া, জগতে পতিভক্তির সমুজ্জল দৃষ্টান্ত, সোহাগসম্পদে পতির একমাত্র ছায়াস্বরূপিণী, লোকললামভূতা বালবিধবা লুৎফউন্নিসা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পুষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাবরণে সমাধি আচ্ছাদিত রাখিতেন। স্বহস্তে উদ্যানজাত সুগন্ধি কুসুমরাশি চয়ন করিয়া, অশ্রুসিক্ত পুষ্পদামে প্রতিদিন সমাধিপূজা করিতেন। এবং সেই সময়ে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ভূতলশায়িনী হইয়া অশেষ করুণক্রন্দনে শোকভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন। †

* বলিতে কষ্ট হয় আলিবর্দ্দী ও সিরাজদ্দৌলার শেষ নিদর্শন সমাধিগৃহে দীপ জ্বালিবার জন্য পাশ্চাত্যালোক অভিমানী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে মাসিক ।০ চারি আনা মাত্র তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

† ২৫ বৎসর পরে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, ফর্ষ্টার নামক ইংরাজপুরুষ ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সিরাজের সমাধি।

পলাশী-লীলা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
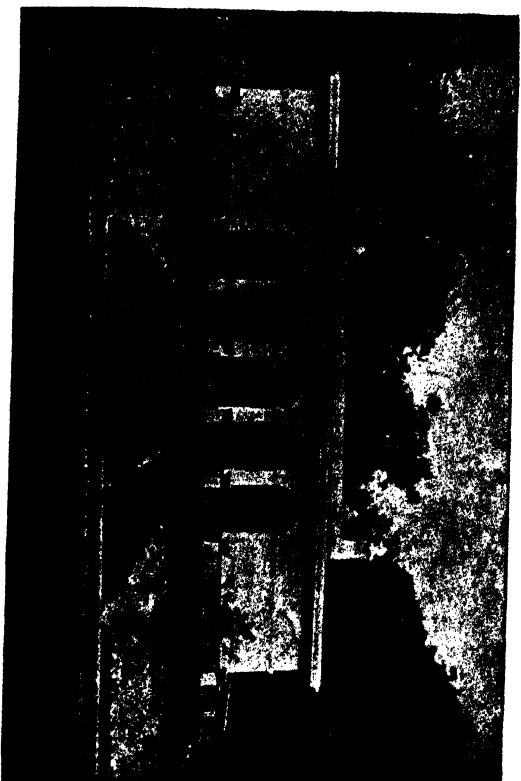
পরিশিষ্ট।

—*—

সমসাময়িক স্বার্থপর ঐতিহাসিকের নির্ম্মম লেখনী-পাতে নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে যে কলঙ্ক-লেখা অঙ্কিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী ইতিহাস রচয়িতাগণ তদুপরি রং চড়াইয়া যে গাঢ়তর মসীবর্ণে সে আলেখ্য কলুষিত করিয়াছেন, জনশ্রুতি সময়-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে প্রতি কর্ণকুহরে যে কলঙ্কগাথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছে,—সে কলঙ্করাশি বিধৌত করিয়া প্রকৃত সিরাজ-চরিত্র লোক সমক্ষে পরিচিত করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। উপসংহারে তৎসম্বন্ধে আরও দু একটি কথার আলোচনা করিতেছি।

সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে রাজকার্য্যে হিন্দুপ্রতিভা পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান ছিল। অধিকাংশ উচ্চপদই হিন্দুদের অধিকারে ছিল। অমাত্যবর্গের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সময় সময় সিরাজ কটূক্তি করিতেন বটে কিন্তু তজ্জন্য সমুচিত ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। যে কৃষ্ণদাসের অন্যায় আচরণে বাধ্য হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে হইয়াছিল, সেই কৃষ্ণদাসকে তিনি অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

হোসেন কুলীখাঁর হত্যা অপরাধে যিনি সিরাজকে অভিযুক্ত করিতে চাহেন তাঁহার নিকট বক্তব্য এই—"চাচা, সকলের তোমার মত বরদাস্ত নয়! 'আলেফ-বে-তে-সে' পড়িয়ে অন্দরে ঢুকে, মা মাসীর মাঝখানে গিয়ে বসবেন, বেকুব নবাব, বরদাস্ত করতে পারে নাই। সকলেরতো তোমার মত দেলদরিয়া মেজাজ নয়।"*

প্রবাদ এই যে তিনি ফৈজীনাম্নী অন্যতমা বেগমের ব্যভিচারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার গৃহের জানালা দ্বার ইষ্টকাবদ্ধ করিয়া (অবরুদ্ধ গৃহে, বায়ু সঞ্চালনের অভাবে) হত্যার আদেশ দেন। † একথা যদি বাস্তবিক সত্য হইয়া থাকে তবে সমালোচককে কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে,

*"চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও। ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভাল বেসেছিল। চক্ষের উপর জোড়া গাঁথা দেখলে, তার উপর ফৈজীবেটী মেছুনীর অধম মা-মাসী তুলে গাল দিলে, নবাব বাচ্চা, অত বেইমানী বরদাস্ত হবে কেন? ওতো ছোঁড়া বয়সে দ্যাল গেঁথে মেরেছে, তুমি হলে এই বুড়ো বয়সে টুকরো টুকরো ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে।"

সিরাজদ্দৌলা ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ইংরাজের নানাপ্রকার বাক্‌বিতণ্ডা ও অন্যায় আচরণ সত্বেও তিনি ধর্ম্মশপথ পূর্ব্বক স্বীকৃত আলিনগরের সন্ধির অন্যথা করেন নাই। মুসলমান সন্তান কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে তাঁহার ইহা বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি মীরজাফরকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

আশ্রিতরক্ষণ রাজধর্ম্ম; সিরাজদ্দৌলা সে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যাইয়া, ফরাসীদিগকে আশ্রয় দান করিয়া, ইংরাজের কোপানলে পতিত হইয়াছিলেন। কুচক্রী মন্ত্রীগণের পূর্ব্ব আচরণ বিস্মৃত

---

* শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা" হইতে গৃহীত।

† এই রমণী নাকি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী, স্বর্ণকান্তি বিশিষ্টা এবং ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিল্লী হইতে ইহাকে আনা হইয়াছিল। তাঁহার দেহভার ৩২ সেরের অধিক ছিল না। গাত্রচর্ম্ম এত স্বচ্ছ ছিল যে যখন তিনি পান খাইতেন, রক্তবর্ণ তাম্বুলরস গলদেশ বহিয়া নামিয়া যাইতে দেখা যাইত।

হইয়া তিনি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে বারংবার তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, প্রতিদানে কিন্তু তাহারাই তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের মন্ত্রণা করিল!

সিরাজদ্দৌলা বহু অর্থব্যয়ে মহম্মদের সমাধিভূমি মদিনা নগরীর পবিত্র মৃত্তিকা আহরণ করিয়া, তদুপরি যে বিস্তীর্ণ মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের সাক্ষিরূপে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভাগীরথী তীরে সগৌরবে দণ্ডায়মান ছিল।

যে ব্রিটিশজাতির সিংহবিক্রমে আজ আসমুদ্র-হিমাচল ভারত সাম্রাজ্য কম্পান্বিত, সে জাতি পলাশীলীলার অব্যাহিত পূর্ব্বে সামান্য বণিকবেশে এদেশে বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য, অর্থসম্পদে দরিদ্র এবং বাহুবলে হীনবল ছিলেন। কিন্তু কার্য্যসাধনে একাগ্রতা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অদম্য সাহসভরে তাঁহারা অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছেন। ৬ শত বৎসর মুসলমান রাজশক্তির ঘাত-প্রতিঘাত নীরবে সহ্য করিয়া যে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য আপনার স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল; দিল্লীর সার্ব্বভৌমত্ব হেলায় উপেক্ষা করিয়া যে দেশের মুসলমান খণ্ডরাজ্য সগৌরবে আপনাপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল; মোগল-পাঠান, শিখ-মহারাট্টা রাজপুত-রোহিলা, প্রভৃতি অমিত বিক্রমশালী যোদ্ধ, পুরুষ যে দেশের অলঙ্কার;—সে বিশাল সাম্রাজ্য ইংরাজরাজ একটু একটু করিয়া সম্পূর্ণ করগত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইংরাজ-চরিত্রে যে বিশেষ অসাধারণত্ব আছে ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতে পারে।

যে দিন বিতস্তা তীরে ক্ষত্রিয়রাজ পুরু একাকী ভুবন বিজয়ী মহাবীর আলেকজেন্দরের গতিরোধ করিতে যাইয়া বিপর্য্যস্ত হয়েন, সেই দিন হইতে ২০০০ বৎসরের ভারত ইতিহাস অধ্যয়ন করুন, দেখিতে পাইবেন, একপ্রাণতা অভাবে ভারতবাসীর পদে পদে কত না দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইংরাজ অধিকারে আজ সে বিরোধ-সমুদ্রে আশার তরঙ্গ-রেখা দেখা দিয়াছে। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মগত বৈষম্য পরিহার করিয়া এখন বাঙ্গালী-পাঞ্জাবী, পার্শি-মান্দ্রাজী, উড়িয়া-গুজরাটী, পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। উচ্চশিক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাক, প্রভৃতি ভারতবাসীর পরস্পরের সম্বন্ধ আরও নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। কে জানিত পলাশীলীলার দৃশ্যান্তরে একদিন এই নয়নাভিরাম দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হইবে!

তারপর ১৫০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য আলোকে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হওয়ায় আমরা আমাদের জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারিয়াছি। এখন "আমাদের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের গৌরববর্দ্ধনের জন্য আমরা, এই দুই মহাজাতি এক অখণ্ড রাজতন্ত্রের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, বাহুতে বাহু বন্ধন করিয়া গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি! এই বাহুবন্ধন সুদৃঢ় হউক,—এই চিরসাহচর্য্য প্রীতিপ্রদ হউক,—এই অভিনব সম্বন্ধ চিরপুরাতন হউক"—ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা।